ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 July, 2024 ■ আগরতলা ২২ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ৬ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ থেকে শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন, বাজেট পেশ ২৩ জুলাই

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ।। সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২২ জুলাই, চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। ২২ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১২ আগস্ট পর্যন্ত চলবে বাজেট অধিবেশন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে আগামী ২৩ জুলাই। সংসদের বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক রবিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সরকার সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ করেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কিরেন রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জে পি নাড্ডা, চিরাগ পাসোয়ান, রামদাস আঠাওয়ালে, কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, এন সি পি-র প্রফুল প্যাটেল, ডি এম কে-র টি আর বাবু এবং তিরুচিশিবা, এ আই এম আই এম-এর আসাদুদ্দিন ওয়েইসি সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, সরকার খোলা মনে যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। সংসদের বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে সরকার। বৈঠক চলাকালীন, সরকার, সংসদের উভয় কক্ষের কার্যকারিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ করে।বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, 'আমরা আশা করছি, এই বাজেট অধিবেশন ফলপ্রসূ হবে। আমরা একটি ভালো বাজেট নিয়ে আসব, সবাই অপেক্ষা করছে। আগামীকাল ২১ জুলাই অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হবে এবং ২৩ জুলাই সাধারণ ইউনিয়ন বাজেট ২০২৪-২৫ পেশ করা হবে... সরকার যে কোনও বিষয়ে খোলা মনে আলোচনায় প্রস্তুত।'

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার পক্ষ। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া সব বিরোধী দলই উপস্থিত ছিল রবিবারের বৈঠকে। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীরা যাতে নিজেদের ইস্যুগুলি তুলে ধরতে পারেন, সরকারকে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা।কংগ্রেসের তরফে সংসদের সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ ও কে সুরেশ। লোকসভায় যাতে বিরোধী শিবির থেকে কাউকে ডেপুটি স্পিকার পদে বসানো হয়, সেই দাবি তোলেন কংগ্রেস নেতারা। সূত্রের খবর, নিটের প্রশ্নফাঁস ইস্যুতেও রবিবারের বৈঠকে সরব ছিল কংগ্রেস। পাশাপাশি ওয়াইএসআর কংগ্রেস, জেডিইউ ও বিজেডির তরফে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই সর্বদলীয় বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এছাড়াও আরও নানা ইস্যু উত্থাপন করেছে। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে অনেকগুলি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষত বিরোধী নেতাদের উপর তদন্ত সংস্থাগুলির অপব্যবহার, যার সবচেয়ে বড় শিকার এএপি। আমি বাজেটের বিষয়ে দিল্লি এবং পঞ্জাবের সমস্যাও উত্থাপন করেছি। বাজেট আসতে চলেছে তবে আমি তার আগেই বাজেট ফাঁস করতে পারি এবং দিল্লির ক্ষেত্রে, আমি বলতে পারি যে দিল্লি ৩৫০ কোটি টাকার বেশি পাবে না।'সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, 'একটি আদেশ জারি করা হয়েছে যে নেমপ্লেট বসাতে হবে, এটি দলিত, অনগ্রসর আদিবাসী এবং অন্যান্যদের ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা। এরাই বৈষম্যে বিশ্বাসী মানুষ। তারা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানাননি...এই সিদ্ধান্ত দলিত, অনগ্রসর জাতি, সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।'

সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএফের আইজি

শ্রীমন্তপুর ও আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে দুদিনে বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরল ৬৯০ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। বিএসএফের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল প্যাটেল পীযূষ পুরুষোত্তম দাস আজ শালবাগান সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, রাজ্যের শ্রীমন্তপুর এবং আগরতলা সীমান্ত দিয়ে গতকাল ৩৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছে। আজ বিকাল পর্যন্ত আরো ৩১৪ জন ছাত্রছাত্রী এসেছেন। তাদের মধ্যে নেপালের ৬৬ জন। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ভারতের ৮ হাজার ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের মেডিকেল সহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করে। তাদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশে রয়েছেন তার সঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। শ্রী দাস জানান, বাংলাদেশ-এ হিংসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সীমান্তগুলিতে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার আরো ৩০ কিলোমিটার সীমান্ত এখনো কাঁটাতারের বেড়া হয়নি। এরমধ্যে ২৭.৪ কিলোমিটার সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। প্রায় ১.১ কিলোমিটার নদী এবং নালায় পড়েছে। বাকি ১.৬ কিলোমিটার সীমান্ত ডিমারগেশন এর কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল জানান, গত ছয় মাসে ৬২ কোটি টাকার উপর মূল্যের পাচার সামগ্রী আটক করেছে বিএসএফ। এরমধ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং চিনি বেশি উদ্ধার হয়েছে।

আজ সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে নিজ দেশে ফিরেছেন ১৬২ জন ভারতীয় পড়ুয়া। তাদের বেশিরভাগই জম্মুকাশ্মীরের বাসিন্দা এবং কুমিল্লা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। তাদেরকে বরণ করতে শ্রীমন্তপুর সীমান্তের জিরো পয়েন্টে উপস্থিত ছিলেন বি.এস.এফের সেকেন্ড ইন কমান্ড রাজেশ লাংঘে , সোনামুড়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা , ঈঙ্খঞ্চশুভজিৎ পাল প্রমুখ। উল্লেখ্য গতকাল এই পড়ুয়াদের সুবিধার্থে রাত প্রায় ৯ টা পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল এই স্থলবন্দরটি। আজ রাতে ছাত্র-ছাত্রীদের আসার আর সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে বি.এস.এফের তরফ থেকে।

সংস্কার হবে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঃ শীর্ষ আদালত

বাংলাদেশে মৃত্যু বেড়ে ১১৫, বন্ধ মৈত্রী ট্রেন

বিশেষ প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ।। অশান্ত বাংলাদেশ। দিকে দিকে জ্বলছে আগুন। বন্ধ ইন্টারনেট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাস্তায় নেমেছে সেনা। এর মাঝেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে বড় রায় দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে বলেই রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। রবিবার সংরক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল। যাতে হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিয়েছেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মোট সাত শতাংশ সংরক্ষণ রাখতে হবে। তার মধ্যে পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য। বাকি দু'শতাংশ অন্য শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকবে।২০১৮ সালে সংরক্ষণ নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা গত ৫ জুন অবৈধ ঘোষণা করেছিল হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সরকার। রবিবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশ। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় কিছুটা গিয়েছে হাসিনা সরকারের পক্ষেই।

কারফিউ জারি রয়েছে, রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। অতচ এখনও শান্তি ফেরেনি বাংলাদেশ, অশান্ত বাংলাদেশে মৃত্যু বেড়ে ১১৫-তে পৌঁছেছে। বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা, শুনশান রাস্তাঘাট। বাংলাদেশে শুক্রবার থেকে কারফিউ জারি রয়েছে। রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কার্ফু থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে তার মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।শনিবার রাতে নতুন করে ঘোষণা হয়, কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারফিউ আপাতত রবিবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত চলবে।

কারফিউর মাঝে শনিবার ঢাকার রাস্তায় নেমেছিল সেনার ট্যাঙ্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় সেনা নামিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অশান্ত। সেই আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ সে দেশের জনজীবন। স্কুল, কলেজ বন্ধ।

রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে রবিবারও বাতিল করা হল কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস। শুধু তাই নয়, রাজধানী ঢাকা থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করছে না বৃহস্পতিবার থেকে। কবে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রবিবার ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ২১ জুলাই ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশে যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২২ জুলাই কলকাতা থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া মৈত্রী এক্সপ্রেসও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল।

৫০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রবিবার সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বিএসএফ কর্তৃক সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত শ্রীমন্তপুর, সোনামুড়াতে একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। যেখানে একজন সন্দেহভাজন ভারতীয় চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একটি ই -রিক্সা আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্ত এলাকায় একটি ই- রিকশা আটক করে। সেই ই-রিকশায় তল্লাশি চালিয়ে বসার সেটের নিচে থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। নেশা সামগ্রী সহ অভিযুক্ত পাচারকারীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ফের বাইক চুরির ঘটনা উত্তরজেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জুলাই।। কিছুদিন বন্ধ থাকলেও পুনরায় ফের সক্রিয় বাইক চোর। ঘটনা ধর্মনগর জোর কালভার্ট এলাকায়।

ঘটনার বিবরণের প্রকাশ, শনিবার রাতে ডুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আলমাস উদ্দিন তার ১৫০ সিসির পালসার বাইক দিয়ে তার ভাগ্নেকে পান কিনতে পাঠায়। সে ডুপিরবন্দ নিজ বাড়িতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির প্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। হাতেগুনা আর কিছুদিন পর অনুষ্ঠীত হতে যাচ্ছে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনের জেলাপরিষদ নির্বাচনে ৭ নং আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা করেছেন নিতিশ দেবনাথ ওরফে সুমন দেবনাথ। মনোনয়ন পত্র জমা শেষে নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে।

রবিবার ৭ নং আসনের লাউগাং এলাকা ও কাঞ্চন নগর এলাকায় ডোর টু ডোর কর্মসূচীতে নামলেন ৭ নং আসনের বিজেপি মনোনিত প্রার্থী সুমন দেবনাথ। আজকের এই প্রচারে ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা যায়। সকলে দুহাত ভরে নিতিশ দেবনাথকে আর্শিরবাদ করেছেন।

লোকজনের প্রানভরা আর্শিবাদে আসন্ন জেলাপরিষদ নির্বাচনে সুমন দেবনাথ বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে তা আর বলার অপেক্ষা থাকেনা। নির্বাচনে জয়লাভের পর সকলের সার্বিক উন্নয়নে কাজকরবে সুমন দেবনাথ। ৭ নং আসনে আজকের এই ডোর টু ডোর কর্মসূচীতে প্রার্থীর পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের উপস্থিতির হারছিলো লক্ষনীয়।

যুব মোর্চার কর্মীদের হাতে আটক ২ নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। বনমালীপুর যুব মোর্চার কর্মীদের হাতে আটক ২ নেশা কারবারি। তোদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধলেশ্বর আড়ালিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুই যুবক ব্রাউন সুগারের কোটা কেনাবেচা করছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার বেশ কয়েকজন কর্মীরা। যুব মোর্চার কার্যকর্তাদের নজরে ঘটনাটি পড়ে তখন তারা এদেরকে ধরতে সক্ষম হয় এবং তাদের কাছ থেকে কিছু নেশা কোটা পাওয়া যায়। ওই যুবক দুজনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনকর্মীর হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবি তুললো এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ জুলাই।। বনকর্মী কিঙ্কর দেবনাথের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবি তুললো তেলিয়ামুড়ার জনগণ।

কিভাবে কিংকর"কে খুন করা হয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে তার ডেমো করে দেখায় কিংকরের হত্যাকারী স্ত্রী সহ স্ত্রীর অবৈধ প্রেমিক সেই প্রোমোটার। তেলিয়ামুড়া"তে সাড়া তৈরিকারী বনকর্মী কিংকর দেবনাথের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত কিংকর দেবনাথের স্ত্রী পূর্ণিমা দেবনাথ এবং তার অবৈধ প্রেমিক প্রোমোটার অমিত ঘোষ"কে গতকালই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছে।

পুলিশী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে যে তথ্য উঠে এসেছিল সেই তথ্য বারবার দাবি করছে পরিকল্পিতভাবে কিংকরের স্ত্রী পূর্ণিমা। এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে এবং মৃতদেহকে অন্যত্র ফেলে দিয়ে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রোমোটার অমিত নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুস্পষ্টভাবে তদন্ত করছে এবং গতকাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দাবি করেছিলেন এই ঘটনার পেছনে আর কি কি তথ্য রয়েছে বা আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাতে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।য

অবশেষে আজ অর্থাৎ রবিবার পুলিশি নিয়ম অনুযায়ী দুই অভিযুক্তকে সাথে নিয়ে যেখানে কিংকর দেবনাথ এর মৃতদেহকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গা থেকে শুরু করে কিংকর দেবনাথের ভাড়া বাড়ি অর্থাৎ যেখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেখানে গিয়ে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করেছে।

এদিন অভিযুক্ত পূর্ণিমা এবং তার নাগর অমিত সরজমিনে দেখিয়েছে কিভাবে ঘটনাটি সংগঠিত করা হয়েছে। জানা গেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশু রাজদ্বীপ খোঁজে পেল নতুন ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনমালা, ২১ জুলাই।। অনাথ শিশু খুজে পেল নতুন ঠিকানা। আজ শিশুর দাদু ছোট্ট রাজদীপকে তুলে দিল শিশু হোমে। যাতে সে মা-বাবার আদর ভালোবাসা না পেলেও একজন মানুষের মত মানুষ হয়। সমাজে দশটা লোকের মতো সেও যাতে একদিন বড় মানুষ হতে পারে। এমনটা বলে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল এক বৃদ্ধের। গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার জন্টু পাল এবং মৌসুমী গোস্বামীর একমাত্র সন্তান সেই রাজদীপ পাল। মৌসুমী গোস্বামী সন্তান জন্মাবার পর থেকেই একই এলাকার দুই নং ওয়ার্ডের তার বাবা হরিপদ গোস্বামীর বাড়িতে চলে আসে একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে। জন্টু পাল কোনদিনও তার স্ত্রী এবং সন্তানের ভালো মন্দ খোঁজখবর নেয়নি। এদিকের ছোট্ট রাজদীপ পাল মা মৌসুমি গোস্বামী এবং দাদু হরিপদ গোস্বামীর কাছে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এরই মধ্যে গত বছর দুয়েক আগে মৌসুমী গোস্বামী কোন এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অসহায় হয়ে পড়ে ছোট্ট রাজদীপ।

মা মরা রাজদীপকে তখন বুকে টেনে নেয় তার দাদু হরিপদ গোস্বামী। হরিপদ গোস্বামীর বর্তমান বয়স ৭২, তিনি একজন দিনমজুর। বৃদ্ধ শরীর নিয়ে তিনি সব সময় কাজও করতে পারেন না। তিনিও এখন দুই ছেলের উপর ভরসা করে আছেন। কিন্তু নাতি রাজদীপকে কিভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবেন তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন দাদু হরিপদ গোস্বামী। বেশ কিছুদিন আগে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে হরিপদ গোস্বামী নাতি রাজদীপ পালের কষ্টের কাহিনী তুলে ধরেছিলেন। তারপর এই খবর বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। শেষে সংবাদের জেরে কিছুদিন দেরিতে হলেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা শুক্রবার কাঞ্চনমালা স্থিত হরিপদ গোস্বামীর বাড়িতে ছুটে আসেন এবং ছোট্ট রাজদীপ পালের ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে দাদু হরিপদ গোস্বামী চাইল্ড লাইনের কর্মীদের হাতে তুলে দেন। এদিকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরাও হরিপদ গোস্বামীকে আশ্বাস দেয় যে রাজদীপ পাল যতদিন পর্যন্ত সাবালক বয়স না হবে ততদিন পর্যন্ত সরকার তার সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করবে। পরে হরিপদ গোস্বামীর দুই চোখ দিয়ে বুকফাটা বেদনার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৭৯ ▫ ২২ জুলাই ২০২৪ ইং▫ ৬ শ্রাবণ▫ সোমবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দশা

ভারতবিদ্বেষ জাগানোর ষড়যন্ত্র !

বাংলাদেশে হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে আনা সরকারের পক্ষে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে গিয়া আন্দোলনকারীরা ভারত বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করিয়াছে। এইসব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে স্পষ্টত প্রমান হইতেছে যে ইহার পিছনে বিদেশী শক্তির হাত রহিয়াছে। অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হইতেছে। হিংসাত্মক সংরক্ষণ আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা শতাধিক। আহত অসংখ্য। শাসক শিবিরের অভিযোগ, এই ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে ষড়যন্ত্রে শামিল বিএনপি ও জামাত-ই-ইসলামির মতো মৌলবাদী বিরোধী গোষ্ঠী। ছাত্র আন্দোলনকে নাকি 'হাইজ্যাক' করিয়া নিয়াছে তাহারা। স্লোগানে ভারতবিরোধী আওয়াজও উঠিতে দেখা গিয়াছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কার্যত মুছিয়া ফেলিবার মধ্যে দিয়াই ভারতের অবদানকে অস্বীকার করিতে চায় তাহারা। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেই উঠিয়া আসিতেছে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের কথা। জন্মের মুহূর্ত থেকেই প্রতিবেশী দেশের পাশেই দাঁড়াইয়াছে নয়াদিল্লি। ফিরিয়া আসিতেছে সেই ইতিহাস।আসলে জামাত বা বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাংলাদেশকে এক কট্টরপন্থী ইসলামিক দেশ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে চায় তাহারা। এমনকী এর পিছনে পাকিস্তান তথা আইএসআইয়ের মদতও পুরোদমে রহিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। আর সেই অবস্থায় ভারতকে 'শত্রু' ও 'হিন্দু দেশ' বলিয়া দাগাইয়া দেওয়াই লক্ষ্য জামাত-বিএনপির। কিন্তু জনমানসে ছড়াইয়া থাকা ইতিহাসের শিকড়কে উপড়িয়ে ফেলা সহজ নয়। ১৯৭১ সালের সেই দিনগুলি আজ পাঁচ দশক পিছনে চলিয়া গেলেও একই রকম জ্বলজ্বলে হইয়া রহিয়াছে।মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনগণকে আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা দেওয়াই কেবল নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া কিংবা বাংলা ও অসমের বহু অঞ্চলে তাহাদের ঘাঁটি গড়িবার অনুমতি দিয়াছিল সেদিনের ইন্দিরা গান্ধী সরকার। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ছিল এই লড়াইয়ের পাশে। এমনকী, এদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরাও নিজেদের জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। সর্বোপরি ভারতীয় সেনা সরাসরি অংশ নিয়াছিল যুদ্ধে। যাহা না হইলে শক্তিশালী খান সেনাকে কেবল গেরিলা যুদ্ধে হারানো সম্ভব হইত না বলিয়াই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন, একাত্তরের সেই পরিস্থিতিতে ভারত তৎকালীন পূর্ববঙ্গকে এক অঙ্গরাজ্য হিসেবে না চাহিয়া, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মই দেখিতে চাহিয়াছিল। পরবর্তী সময়েও তাহাদের দিকে বার বার সাহায্যের হাতই বাড়াইয়া দিয়াছে নয়াদিল্লি। যেমন, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যার ষড়যন্ত্রের আঁচ আগেই পাইয়াছিলেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী তাঁহাকে ভারতে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাবও দেন। যদিও মুজিব রাজি হননি। এই ঘটনায় প্রমাণ হইয়া যায়, প্রথম থেকেই ভারত চাহিয়া আসিয়াছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ এক 'বন্ধু রাষ্ট্র' হিসেবে থাকুক।করোনা পরিস্থিতিতে যখন সংক্রমণের ধাক্কায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশ, তখনও সেদেশের পাশে ছিল ভারত। সেসময় সিরাম ইনস্টিটিউটে তৈরি করোনা টিকা ঢাকাকে সরবরাহ করিয়াছিল মোদি সরকার। অন্যদিকে আলু থেকে শুরু করিয়া নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও বাংলাদেশকে বরাবর সরবরাহ করিয়া আসিতেছে নয়াদিল্লি। গত এপ্রিলেই ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়াছিল বিএনপি। কিন্তু সেই আন্দোলন তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া ভারত থেকেই বাংলাদেশে ১ হাজার ৬৫০ টন পিঁয়াজ পৌঁছিয়া যায়। ইদ তখন একেবারে সামনে। দেশবাসীকে স্বস্তি দিতে ভারত থেকে দ্রুত আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় হাসিনা সরকার। ভারতীয় জিনিস ব্যবহারে আপত্তি জানাইলেও আলু-পিঁয়াজ আমদানি নিয়া যদিও একটি শব্দও খরচ করেনি বিএনপি। কিন্তু সেক্ষেত্রে শব্দ না করিলেও 'ইন্ডিয়া আউট'-এর ডাক দিতে দেখা গিয়াছে তাহাদের।

হাসিনা সরকার ভারতের 'বন্ধু' থাকিলেও বিরোধী বিএনপি-জামাতের সুর একেবারেই ভিন্ন। এর পিছনে বিদেশি শক্তির হাতও দেখিতেছেন অনেকেই।

রবিবার কলকাতা-সহ দুই বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেরও একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে হওয়া অফিস। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদে বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি, রবিবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুরেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

দিঘায় জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় সতর্কতা জারি

দিঘা, ২১ জুলাই (হি. স.): দিঘায় জলোচ্ছ্বাস। আগামী সোমবার পর্যন্ত সমুদ্র এমনই উত্তাল থাকবে বলে জানা গেছে। তাই রবি ও সোমবারও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। মূলত পশ্চিমবঙ্গের উপকূল-সহ উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জানা গেছে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমনি, তমলুক-সহ উপকূলবর্তী একাধিক এলাকায় রবিবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপের জেরেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন। জানা গেছে, ওড়িশা পেরিয়ে ছত্তিশগড়ের দিকে অভিমুখ এই নিম্নচাপের। তবে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে বলেই জানা যাচ্ছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে।

গুরু পূর্ণিমায় রুদ্রাভিষেক মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

গোরক্ষপুর, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার গুরু পূর্ণিমা। এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ গণ্য করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। এদিন সকালে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে রবিবার "রুদ্রাভিষেক" করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়েছে যোগী আদিত্যনাথের পুজার্চনার সেই মুহূর্ত।

চিত্রনাট্যে দেশভাগের যন্ত্রণা

সুব্রত রায়

১৯৪৭ সাল ভারতবর্ষ থেকে পাতাহাড়ি গোটালো উপনিবেশ। ৩টি খন্ডে দুটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো অখন্ড ভারত। ভাগ হল বাংলা। অসংখ্য মানুষ আজন্মের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেল নিজের নতুন দেশের খোঁজে। ভার ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এই তিন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও পরবর্তী রাজনীতির বড় নিয়ামক হয়ে উঠল দেশভাগ।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে দুটি ট্রাজেডি খুবই ভয়ঙ্কর। একটি ঘটেছে ১৮৫৭ সালে আরেকটি উনিশশো সাতচল্লিশ সালে। একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। মাঝখানে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহাকাব্য। কিন্তু সেই সংগ্রামের পরিণতি মহাকাব্যিক হয়নি, হয়েছে ট্রাফিক ১৯৪৭ সালের ১৫ ও ১৫ আগস্ট যে ঘটনাটি ঘটল্যে আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল প্রায় অসম্ভব এবং পুরোপুরি অকল্পনীয়। কেউ ভাবেনি এমনটা ঘটবে। স্বাধীনতার নামে যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাওয়া যাবে এবং ভারতবর্ষে যে অস্ট্রেলিয়া কানাডার মত এমিনিয়ন হয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরেই রয়ে যাবে, এটা মোটামুটি জানা ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এ ব্যাপারে সম্মত ছিল। কিন্তু দেশভাগ ঘটবে নাংলা ও পাঞ্জাব দু'টুকরো হয়ে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অংশ হবে এটা কল্পনাও করতে পারেনি। ওই যে এক জাতির দেশ বলে দাবি করা এর ভেতরে কিন্তু লুকিয়ে ছিল সাতচল্লিশের দেশভাগের বীজ। কারণ এক

জাতির দেশ বলার অর্থ দাঁড়িয়েছিল হিন্দুদের দেশ বলা। আমলে ভারতবর্ষে তো কখনই এক জাতির দেশ ছিলনা ছিল বহু জাতির দেশ। জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধর্ম নয়, ভাষা। সে হিসাবে হাজার ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে একটি-দুটি নয় ১৭টি জাতি ছিল। ভারতবর্ষের মানুষের জন্য প্রধান সমস্যাটা ছিল শ্রেণির। কিন্তু কংগ্রেস-লিগ কেউই শ্রেণি সমস্যার সমাধান চাননি। দুই দলই চিল বিত্তবানদের সংগঠন, তারা চেয়েছে ইংরেজ তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবে এবং তারা গদিতে বসে ঠিক সেভাবেই দেশ শাসন করবে যেভাবে ইংরেজরা করেছে। শাসন মানে আগের মাত দাঁড়ারে শোষণ। শ্রেণি বিভাজনের সমস্যার সমাধান করাতে যে সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল সেটা কংগ্রেস ও লিগ কেউ চায়নি, ইংরেজরাও চায়নি। ধর্মকে কংগ্রেস ও লিগ উভয়াই ব্যবহার করেছে এবং ইংরেজ তাতে যছে। সাম্প্রদায়িকতা শেষ পর্যন্ত হাওয়া দিয়েছে। রূপ নিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এবং সিদ্ধান্ত ধাঁড়িয়েছে দেশভাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রপ্রশ্ন ওঠে এর দায়দায়িত্ব কার কতটা। দৃশ্যমান দায়িত্ব কংগ্রেস। দিগের। কংগ্রেসের অধিক কারণ তাদের এক জাতি তত্ত্বের কারণেই দ্বিজাতি তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। কায়েস অবশ্য বলবে যে স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবি লিগই করেছিল। আসলে লিগের দাবিটা ক্রিয়া নয় প্রতিক্রিয়া। তবে কাজের আসল কাজী কংগ্রেস নয় নয়, ইংরেজ শাসক। পাকিস্তান তো হওয়ারই কথা নয়। কারণ পাকিস্তান জাতি বলে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব ছিল না। ছিল বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি বেলুচ ও পাঠান। এমনকি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশের অভ্যুদয় সেখানেও। ধর্মনিরপেক্ষতাকে আপস করতে হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম

ইসলামের সঙ্গে। কারণটা পুরনো। শ্রেণি চেতনাকে রিকশি কশিত হতে না কে * না দেওয়ানা বাসনা। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ফলে দেশভাগ সম্ভব হয়েছে। বাংলায় তো গৃহস্থের রান্নাঘর চলে গেছে হিন্দুস্থানে, শোবার ঘর পড়েছে বাংলা নদীর দেশ। প্রায় সব নদীর ওপর থেকে নিচে নেমেছে। নদীকে তো কাটা যায় না, তবু কাটা হয়েছে এবং তাতেই বোঝা গেছে কেমন অবাস্তব ঘটনাটা। অবিশ্বাস্য দেশভাগের লাভ যে হয়নি তা নয়, হয়েছে। তবে সেটা সুবিধাভোগীদের, শ্রমজীবীদের ভাগ্যে বঞ্চনায় সত্য হয়ে রয়েছে। এপারে যেমন জগারে ও তেমন। এই ইতিহাসটাই উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য দায়ী। যার ফলে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। আর রাষ্ট্র মা নেই কাঁটাতারে ঘিরে রয়েছে যে সীমান্ত। রাষ্ট্র মানে ম্যাপে বাধা দিগন্ত। রাষ্ট্র মানে একলা মানুষ বেচারা মানুষ পরবাসী নিজের ঘরেতে।

ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, আমরা আসলে উদ্বাজ মানসিকতার শিকার। সুবর্ণরেখা ছবিতে সুত্র হিসেবে উদ্বাস্ত সমস্যা কাজ করেছে। কে উদ্বাস্তু নয়? প্রেস কর্মচারীর সংলাপ। আমরা সকলেই যে জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তহারা হয়ে গিয়েছি একথাটাই ঋত্বিক সুবর্ণরেখা ছবিতে বলতে চেয়েছিলেন আর এ কথাটা বলার জন্য তিনি কোনও স্লোগানকে আশ্রম করেননি, মানুষ এদশে তার মূল হারিয়ে ফেলেছে। এটা একটা বড় রকমের সংকট নিশ্চয়ই। এই সংকট থেকে আমাদের সর্বনাশ। উদ্বাস্তু সমস্যাটা নিশ্চয়ই একটা রাজনৈতিক বিষয়। এই সমস্যা ঘুরে ফিরে এসেছে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে। অনেকে বলেন তাঁর ছবিতে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাটা খুব বড় বিষয়। আমি বলব, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এগুলো এসব নয়। আবার এগুলোকে বাদ দেওয়া যায় না। কারণ ঋত্বিক ঘটক সেই শিল্পী যিনি নিজের বিরুদ্ধে হলেও সিনেমাতে সব সময় সত্যি কথা বলে গেছেন। পাশ্চাত্যে আন্দ্রেই তারকোভস্কির সঙ্গে এখানে যেন কোথায় নিবিড় যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

একালের বাংলাদেশ উঠে এসেছে কোমল গান্ধার ছবিতে। দেশটাকে দু'ভাগ করা হলো। সেই যন্ত্রণায় এই দেশ ক্ষতবিক্ষত। এক অনিশ্চিত স্বাধীনতা এদেশের মানুষ দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদেশ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেওয়ার ফলে অবদমিত চিত্ত, আর সেই অবদমনের ফলস্বরূপ পশ্চিমী সভ্যতার রসে পরিপুষ্ট জাতীয় নেতাদের চিন্তা রাষ্ট্রের দেউলিয়াপনা একইরকম দেশজ ও আন্তর্জাতিক কারণ এর ফলশ্রুতিতে দেশের চরম দুর্গতি। কোমল গান্ধার এর

লক্ষ্য সেই অধোগমনের, সেই মূল্যহীনতা ও আশ্রয়হীনতার চিত্রায়ন। বস্তুত কোমলগান্ধার এমন একটি ছবি আঁকে কেবল অনুভব করা যায়। পেট্রাপোল সীমান্তে একদল নাটক পাগল ছেলে মেয়ে যায় নাটক করতে। ভৃগু অনুসূয়ার কথোপকথনের মাঝে দীর্ঘ বলে ওই যে দূরে আলো দেখতে পাচ্ছ ওখানে আমার গ্রাম। কিন্তু আজ ওটা বিদেশ। ওখানে যেতে গেলে কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে হয়, পাসপোর্ট লাগে। যে রেল লাইনটা গেছিল যোগ চিহ্নটা যেন আজ বিয়োগ চিহ্ন। এরপর রেললাইনের ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ক্যামেরাটা আসে এবং বাপারে ধাক্কা খায় আর স্ক্রিনটা ব্ল্যাক হয়ে যায়, অন্ধকার হয়ে যায়, অন্ধকার হয়ে যায়। মমতাজের সার্থক ব্যবহার করেন ঋত্বিক। সত্যজিৎ রায় একবার বলেছিলেন ঋত্বিক এর ছবির উপর বিদেশি কোন ছবি প্রভাব নেই, যদি থেকে থাকে তাহলো রাশিয়ান ফিল্ম এর প্রভাব। আবেগ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা একথা বুঝতে পারি যে, এ ছবি ঋত্বিক ঘটকের ছবি। নির্মাণের অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও তা হয়ে ওঠে সৃষ্টি তা কেবল আমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, ঘরে ভাঙা ঘর কত বলিষ্ঠ বাহু ঋত্বিক ঘটক চলচিত্র জগতে পা রাখেন নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল সিনেমার মধ্য দিয়ে, যা দেশভাগের কথাই বলেছিল প্রতিটি পর্বে। তিনি একই সাথে অভিনয়ও সহকারি পরিচালকের কাজ করেন। এর দু'বছর পর তাঁর একক পরিচালনায় মুক্তি পায় নাগরিক। দুটি চলচ্চিত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গতানুগতিক ধারাকে জোর ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছিল এরপর খানিক বিরতি। চলচ্চিত্রের শিক্ষকতা করে কাটছিল দিন। কয়েক বছর পরে আবার লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়া তখন রোমান্টিক ছবির মোড় থেকে বেরিয়ে পরিণত হওয়ার পথে। এমনই সময় কলকাতা ট্রিলজির জন্ম নিল ঘটকের হাতে। সৃষ্টি হল মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা।

সিনেমা আমার চোখে অভিমান, দুঃখ মানুষের কাছে তুলে ধরার মিডিয়াম। এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। ভিটেমাটি হারানোর বেদনা অভাব না পাওয়ার যন্ত্রনা জীবনের মানে বদলে যায় রাতারাতি, এ কেমন জীবন যেখানে স্বপ্নের জগত বাস্তবের কাঁটাতারে আটকে পড়ে। এ কেমন জীবন যেখানে মানুষ যা চাই তা পাই, না যা পাই তা চাই না। অবহেলা নির্যাতনের এমনই ছবি সিনেমার পর্দায় এঁকে দিয়েছেন তিনি, যা আজও

দর্শকমনে চাবুকের মতো দাগা দেয়।

রুপোলি পর্দায় রঙিন বিনোদন নয় ঘটক তুলে ধরেছিলেন বাংলার এক অন্য ছবি, যা দারিদ্র্যের অন্ধকারে ঢুকে থাকে সকলের অলক্ষ্যে। শক্তিপদ রাজগুরুর মূল কাহিনী চেনামুখ অবলম্বনে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লেখার মৃণাল সেন। তৎকালীন দেশভাগের কবলে পড়া আশ্রয়হীন মানুষের এক জীবন্ত উদাহরণ নিতা ও তার পরিবার। দুঃখের দৃশ্যে তার সানাই কিংবা সে তার নয় শেষ অংশে চাবুক কেই হাতিয়ার করেছিলেন ঘটক হৃদয়ের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলতে।

ছবির বিষয় হলো ভারত বিভাজনের পর শরণার্থী সমস্যা। এই ছবির কেন্দ্রে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নিবেদিত প্রাণ ওয়াপোসিন মানসিকতা। ঋত্বিক ঘটক তার নিজস্ব ভঙ্গিতে দেশভাগ, আদর্শবাদ, দুর্নীতি, শিল্প জীবনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। শিল্পের পরিধিতে শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়টিও তুলে ধরেন। বাংলা, বাঙালি, বাংলা ভাবধারা ছিল ঘটকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সত্যজিৎ রায় তাকে উল্লেখ করে রেখেছিলেন ঋত্বিক মনেপ্রাণে বাঙালি পরিচালক ছিলেন, বাঙালি শিল্পী ছিলেন। আমার থেকে অনেক বেশি বাঙালি আমার কাছে সেটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এবং সেটাই তার সবচেয়ে মূল্যবান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। লিটল টেররিস্ট শর্টফিল্মটি অশ্বিন কুমার নির্মাণ করেন। ২০০৪ সালে। এটি একটি অস্কার নমিনেটেড শর্ট ফিল্ম। পাকিস্তানের একটি বাচ্চা ছেলে ক্রিকেট বল কুড়াতে বারতে এসে ঢুকে পড়ে। জায়গাটা সম্ভবত রাজস্থানের বর্ডার। পুলিশ তাকে আতঙ্কবাদী বলে মনে করে। আর রাজস্থানের যে গ্রামে সে আশ্রয় নেয় একটি পরিবারে সেখানে পুলিশ তার জন্য খানাতল্লাশি কের। কিন্তু ওই পরিবারটি তাকে পুত্র-স্নেহে রক্ষা করে এক অদ্ভুত উপায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ন্যাড়া করে সীমা দেয় যাতে। তাকে পুলিশ চিনতে না পারে। আর পুলিশ আসে এবং তাকে চিনতে পারে না। পটভু জিজ্ঞেস করে তোর নাম কি? সে কিছু বলে পক্ষে না। মাস্টারজি বলেন, ওর নাম জহরলাল। কিন্তু পুলিশ জিজ্ঞেস করে ও কি কথা বলতে ভাবা পারে না? ভদ্রমহিলা অর্থাৎ মাস্টারজির থাক স্ত্রী বলেন ও তো ছোট থেকেই বোবা। রেখে পুলিশ আর সন্দেহ করে না। পরে মাস্টারজি ও তার স্ত্রী ওই ছেলেটিকে পাকিস্থানে তার বাবা-মায়ের আশ্রয় ফিরিয়ে দেয়। ছবিতে মাস্টারজি তার স্ত্রী ও এই বাচ্চা ছেলেটির মধ্যে যে আবেগঘন দৃশ্য নির্মিত হয়, পরিচালক অতি সহজেই

তা দর্শকের মধ্যে ইঞ্জেক্ট করে দিতে পেরেছেন। বিশুদ্ধ সিনেমার এটা একটা বিশেষ গুণ। আর একটা বিষয় মনে হয় এই ছবিটি দেখে রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সন্দেহ অবিশ্বাস এর বাতাবরণ তৈরি করেছে তা কোনোভাবেই দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন প্রভাবই ফেলেনি। বরং তাদের মধ্যেই সে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক তা যেন মানবতার জয়গান। রাষ্ট্র নিজের কায়েমী স্বার্থের জন্যই এই বিভেদকে জিইয়ে রাখতে চায়। ছবিটি ফর্মও কনটেন্ট মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে মিউজিক খুব ভালোভাবেই ছবিকে সাপোর্ট করেছে। বর্ডার কে উস পার ছবিটিতে রাজস্থানের তিনটি জেলা বিকানির জয়সলমীর গঙ্গানগরের সাথে পাকিস্তানের সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বর্ডার কাহিনীটির সিনেমাটিক স্পেস হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে এই বার্তাটি খুবই স্পষ্ট যে রুখা সুখা রাজস্থানের প্রাকৃতিক অঞ্চল কিন্তু তাদের রুক্ষ করেনি, বরং সেখানে মানবিক গুণ অধিক পরিমাণে আছে। একদল ভেড়ার নিয়ে রাজস্থানের গ্রামের একটি বাচ্চা ছেলে ভেড়া চরাতে যায় পাকিস্তানের সীমান্তে। সীমান্ত মানে কাঁটাতার। সেখানে ছেলেটির একটি ভেড়া কাঁটাতার টপকে পাকিস্তানে চলে যায়। ধরারা কাঁটাতার জানে না, জানে না, ভারত ও পাকিস্তান। তারা জানে যেখানে খাবার আছে সেখানে যেতে হবে। একটু পরে বাচ্চা ছেলেটি দেখে তার ভেড়াটি সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। সে নিজেও নানাভাবে সীমান্তের ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। সেই সময় একজন পাকিস্তানি তার ভেড়াটি নিয়ে চলে যায়। বাচ্চাটি চিৎকার করে বলে ভাইসাব এটি আমার ভেড়া। ঠিক এই সময় স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ ছেলেটিকে বলে এটা বড়বি এব একদিকে ভারত অন্যদিকে পাকিস্তন। ভুলে যাবে এসব। তখন ব্যাচ্চাটি যখন পুলিশের সাথে তর্ক করে আর তার ভেড়াটি ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশকে উদ্যোগ নিতে বলে। তখন পুলিশটি বলে আমরা মুনিয়া চাইলে ভরা পাকিত চাইবে, আমরা সন্ধ্যে চাইবো তো ওরা সূর্য চাইবে। আমরা রাত চাইবো তোরা দিন চাইবে। এরপর বাচ্চাটি বিফল মনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু সে ভুলতে পারে না তার আদরের ভেড়াটি ওপারে রয়ে গেছে। রাতের বেলায় সে দাদুর সাথে বাইরে শুয়ে পড়ে। আর একটি প্লাস দিয়ে শেষ সীমান্তে যায়। দু'পারে একই আকাশ। বাচ্চাটি পাকিজনের প্রবেশ করে। তার আদরের ভেড়াটিকে প্রায় ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত হয়। যে বাচ্চা ছেলেটি ওখানে আছে এই ভেড়াটির জন্য ওপারের বাচ্চা ছেলেটির শরীর অনেক

ভালো হয়েছে। এ কথা সে আগে যখন তাদের ভেড়াটি মারা যায় তখন বাচ্চাটির জ্বর হয়। এটি আসার ফলে দে অনেক সুস্থ। ক্যামেরা টিল্ট আপ করে আকাশ দেখায়। বাড়াবের ওপারে বাচ্চা ছেলেটি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পাকিস্তানের পরিবারের সূর্য দেখে অপার প্রশান্তি লাভ করে। তখন পাকিস্তানিটি একটি সাদা কাপড় বাচ্চাটিকে দেয়। এ যেন পাকিস্তানের তরফ থেকে শান্তির বার্তা। ছেলেটিও খেলতে খেলতে কাপড় নিয়ে ফিরে আসে। আসে। এই এই ছবি বও ও প্রমান করলো রাষ্ট্র নিজের প্রয়োজনে সীমান্ত সন্ত্রাস জারি রাখে। দুদেশের মানুষরাই ডায় শান্তিতে বাস করাতে এটাই এই ছবির এক মহান বাতা। তার মায়ের কাছ থেকে শুনতে পায়। দুদিন ইন্ডিয়া পাকিস্তান নাম্বার ১১৮২। ছবিটি রাজস্থানের একটি গ্রামের কাহিনী যেটা পাকিস্তানের বড়ার এর সাথে যুক্ত। দাদা ও বোন উট চরাতে চবাতে ক্লান্ত হয়ে এক রাজস্থানীর বাড়িতে জল চায়। তারা দেখানে জল খায়। গৃহকর্ত্রীর স্নেহও পায়। এরপর বোনকে বসিয়ে রেখে দাদা যায় উট খুঁজতে। কিন্তু উই ততক্ষণে পাকিস্তানে চলে গেছে। এখানে বর্ডারে কোন কাঁটাতার নেই। কিন্তু সীমান্তের চিহ্নস্বরূপ দুটি পিলার আছে। একটি ভারতের সীমারেখা অন্যটি পাকিস্তানের সীমারেখা। অদৃশ্য সীমারেখা ছেলেটিকে আর এগোতে দেয় না। এই ছবির রুক্ষ পটভূমি চরিত্রগুলির সেন্স অফ হিউমারের পক্ষে অন্তরায় হয় না। খুবই ছোট ছবি কিন্তু এক গভীর দার্শনিক বোধে। ধ দর্শককে ভারায়। কাঁটাতার না গন্ডি থাক বা না থাক, এক অদৃশ্য গন্ডি দর্শকের মনে ছাপ রেখে যায়। পিকেট ৪৩ ছবিটি করেন মেজর রবি। একজন মেজরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো ছবিটি অনুভব করতে হবে। কেননা রাষ্ট্র হাবিলদার হরি আর হাবিলদার মোশারফকে জড়িয়ে দেয় নিজেদের স্বাখে। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে যে ওঠে ভাতৃত্ববোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ও তাহলে মানবতার জয়গান করেছে। এই ছবি দেখে দর্শক হিসেবে আমার মন সমস্ত প্রধ্বনি হিংসা ভুলে যায়। তাছাড়া একটা জিনিস আমাকে ছোটবেলা থেকেই বিস্মিত করেছে যে এরকম একটা মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশে কিভাবে রাষ্ট্রীয়। সন্ত্রাস ও হিংসা চলতে পারে। সাদা বরফের উপর লাল রক্তের রং মনকে বিষন্ন করে। সেই বিষন্নতার মাকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস হরি ও মোশারফের বন্ধুত্বপূর্ণ ক। এ রকমই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দিনে দিনে সবকিছু আরো খারাপ হচ্ছে। ছবিতে ডিটেলিং এর ব্যবহার আর মন উচাটন করা মিউজিক দর্শকের মন আরো যারা দেশভাগের পর এপারে চলে এসেছিল রিফিউজি হয় অথচ কোনদিন মুসলিমদের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেনি, এসব ছবি তাদেরকে উৎসবা করা উচিত। আসলে অন্ধ বিদ্বেষ কিছু দিতে পারেনা। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সমনে এগোতে হবে। কোন কাঁটাতার ভিসা-পাসপোর্ট আমাদের মধ্যে বিভেদ এর জন্ম দিতে পারে না। সীমান্ত আসলে যারা ও গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। আমাদের মনে, মনের মধ্যে কার বিদ্বেষ। তার মধ্য থেকে বের হতে না পারলে আধুনিক ভারতের মুক্তি নেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ও অমৃতসরের মধ্যে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা

মালিগাঁও, ২১ জুলাই, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)র পক্ষ থেকে বিদ্যমান গ্রীষ্মের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, যাত্রীর বর্ধিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আরও এক জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে উভয় দিকে চারটি করে ট্রিপের জন্য কাটিহার ও অমৃতসরের মধ্যে চলাচল করবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি বিহার এবং ভারতের উত্তর অংশের মধ্যে রেল পরিষেবা উন্নত করবে এবং ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিকদের উপকার করার পাশাপাশি বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। এই ট্রেনগুলির নিয়মিত পরিষেবা নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী চলবে।

ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার - অমৃতসর) স্পেশাল ২৫ জুলাই থেকে ১৫ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কাটিহার থেকে ১১:৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০০:১০ ঘন্টায় অমৃতসর পৌঁছাবে।

ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর - কাটিহার) স্পেশাল ২৭ জুলাই থেকে ১৭ আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার অমৃতসর থেকে ০৪:২৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ১৫:০০ ঘন্টায় কাটিহার পৌঁছাবে। ট্রেনটি উভয় দিকে নউগাছিয়া, মুজফরপুর, নারকটিয়াগঞ্জ, গোরখপুর জং., গোন্ডা জং., কানপুর সেন্ট্রাল, ওল্ড দিল্লী জং., চন্ডীগড় জং. জালন্ধর সিটী জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেনে যাত্রীদের জন্য দুটি এসি-৩ টিয়ার, চৌদ্দটি শ্লিপার ক্লাস ও চারটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

উক্ত রুটে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা এই গরমের সময় স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণের জন্য এই সামার স্পেশাল ট্রেনগুলির সুযোগ নিতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ত্রিপুরা থেকে শিলঙের পথে বাংলাদেশ-ফেরত মেঘালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থী

তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সহায়তার জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

শিলং, ২১ জুলাই (হি.স.) : ত্রিপুরা থেকে শিলঙের পথে বাংলাদেশ-ফেরত মেঘালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থী। অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সহায়তার জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা জানান, মেঘালয়ের ৪০ জন মেডিক্যালের শিক্ষার্থী শনিবার ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে ঢাকা থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁদের স্বদেশে প্রবেশ করতে বিএসএফ-এর ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত দুদিনে মেঘালয়ের ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি) ডাউকি দিয়ে ২৮৪ জন ভারতীয় সাধারণ নাগরিক এবং ছাত্রছাত্রী প্রবেশ করেছেন।

এই দলে মেঘালয়ের ৪ সহ ১১৫ জন ভারতীয়, ১৬৮ জন নেপালি এবং একজন কানাডিয়ান নাগরিক রয়েছেন। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাংমা বলেছেন, ১৪০ জন শিক্ষার্থী সোনামুড়া (ত্রিপুরা) শ্রীমন্তপুর সীমান্ত দিয়ে, আখাউড়া হয়ে ৪০ জন এবং আরও ২০০ জন ত্রিপুরা হয়ে ভারতে ফেরার পথে। তিনি বলেন, মেঘালয় সরকার ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের সুবিধা করে দিতে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করেছিল।

ত্রিপুরা সরকার যাবতীয় সহায়তা করেছে। এ জন্য তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সরকার ও তাঁর প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং অবশ্যই বিএসএফ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিরাপত্তা বাহিনীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইমফলে জঙ্গির গুলিতে হত ব্যক্তি

ইমফল, ২১ জুলাই (হি.স.) : ইমফল পূর্ব জেলার অন্তর্গত লামলাইন থানাধীন টেকচামে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির।

আততায়ীর গুলিতে হত ব্যক্তিকে আরকে পৃথিবী সিং বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। পৃথিবী সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী কেসিপি (প্রগ্রেসিভ)।

আজ রবিবার রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে শনিবার সন্ধ্যার দিকে। সূত্রটি জানিয়েছে, আততায়ীরা পৃথিবী সিংকে প্রথমে তাঁর দুই হাত পিঠের পিছনে মুড়ে বেঁধে এবং কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে শূন্য দূরত্ব থেকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের সূত্রটি জানিয়েছে, পৃথিবী সিংকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে তাঁকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী কেসিপি (প্রগ্রেসিভ)।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, কেসিপি (প্রগ্রেসিভ)-র অভিযোগ, পৃথিবী সিং নিরাপত্তা বাহিনীর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁকে একজন প্রাক্তন জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করে কেসিপি (প্রগ্রোসিভ) বলেছে, তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আত্মসমর্পণকারী বিদ্রোহীদের সাথে যুক্ত ছিলেন।

এদিকে পৃথক এক অভিযানে পুলিশ কাকচিং জেলার তেজপুর মাখা লেইকেইয়ে কেসিপি, কেসিপি (তাইবাঙ্গানবা)-র এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে।

পাথারকান্দিতে ছাত্র-প্রহার কাণ্ডের দ্বিতীয় দিন দফায় দফায় উত্তেজনা, সড়ক অবরোধ, থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন, রণংদেহি পুলিশ প্রশাসন

পাথারকান্দি (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : পাথারকান্দির কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের তিন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহাকে মারধরের ঘটনায় আজ দ্বিতীয় দিনও টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পর গতকাল শনিবার অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের মধ্যে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা এখনও অধরা।এ নিয়ে আজ রবিবার সকাল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবককুল। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাঁরা পাথারকান্দি তিনোখালে অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাকি অভিযুক্ত শিক্ষকদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। হঠাৎ করে জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে সড়কের দুপাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লেগে যায়। যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে।

এ খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক আধিকারিক সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে খানিক বাকবিতণ্ডা হয় অবরোধকারীদের। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত কোনওভাবেই অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়ে দেন তাঁরা।পরিস্থিতি যাতে অন্য মোড় না নেয়, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সশস্ত্র পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী নামানো হয়। পরে অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে বেলা আনুমানিক দুটো নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হয়।

এদিকে একইভাবে আজ সকালে ধৃত শিক্ষক জহিরুল ইসলামকে মুক্তির দাবিতে একদল ছাত্র পাথারকান্দি থানা চত্বরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের দাবি ধোপে টেঁকেনি।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার পাথারকান্দি কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের বাণিজ্য শাখার প্রথম বর্ষের ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহাকে তিন শিক্ষক মিলে বেধড়ক মারপিট করেছেন বলে অভিযোগ। এতে পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে। গুরুতর আহত ছাত্রটি বর্তমানে গুয়াহাটিতে চিকিৎসাধীন।

এদিকে এ ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে তা নজরে পড়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) জিপি সিঙের। তাঁর নির্দেশে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার ময়দানে নামেন। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের মধ্যে জহিরুল ইসলাম নামের ইংরেজি বিষয় শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাঁকে জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সর্বদল বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব এএপি, আরও নানা বিষয় উত্থাপন

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই সর্বদলীয় বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এছাড়াও আরও নানা ইস্যু উত্থাপন করেছে। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে অনেকগুলি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষত বিরোধী নেতাদের উপর তদন্ত সংস্থাগুলির অপব্যবহার, যার সবচেয়ে বড় শিকার এএপি। আমি বাজেটের বিষয়ে দিল্লি এবং পঞ্জাবের সমস্যাও উত্থাপন করেছি। বাজেট আসতে চলেছে তবে আমি তার আগেই বাজেট ফাঁস করতে পারি এবং দিল্লির ক্ষেত্রে, আমি বলতে পারি যে দিল্লি ৩৫০ কোটি টাকার বেশি পাবে না।'সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, 'একটি আদেশ জারি করা হয়েছে যে নেমপ্লেট বসাতে হবে, এটি দলিত, অনগ্রসর আদিবাসী এবং অন্যান্যদের ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা। এরাই বৈষম্যে বিশ্বাসী মানুষ। তারা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানাননি...এই সিদ্ধান্ত দলিত, অনগ্রসর জাতি, সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।'

নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের কাছে অসমের উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপন নলবাড়ির ডিসি বর্ণালীর

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (হি.স.) : নয়াদিল্লিতে একটি সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচিতে সিনিয়র বাংলাদেশি অসামরিক কর্মচারীদের কাছে অসমের স্থানীয় উদ্যোগ তুলে ধরেছেন নলবাড়ি (অসম)-এর জেলাশাসক (ডিসি) বর্ণালী ডেকা। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স।

এর লক্ষ্য জননীতি এবং সুশাসনের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক বর্ণালী ডেকা জানান, 'লাখপতি বাইদেউ' (লাখপতি দিদি) এবং 'আত্মনির্ভর নলবাড়ি' সহ বিভিন্ন স্থানীয় উদ্যোগ সম্পর্কে বিশদে আলোকপাত করেছেন তিনি।

১৬ থেকে ২১ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশি প্রতিনিধি দল বর্ণালী ডেকার ক্ষুদ্রঋণ বিকল্প এবং জীবিকার উদ্যোগ সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

১৫ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন কর্মী, গণ-অভিযোগ এবং পেনশন দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। প্রশাসনিক সংস্কার ও গণ-অভিযোগ দফতরের সচিব ভি শ্রীনিবাস ভারতে প্রশাসনিক সংস্কার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে বহু তথ্য তুলে ধরেছেন।

অসমে বন্যা ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা অনুদান ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সরকারের

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (হি.স.) : অসমের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে বন্যার্তদের সহায়তার জন্য ২ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে লিখেছেন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন অসমে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ২ কোটি টাকা দান করেছেন। এ জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে মণিপুরিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের

ইমফল, ২১ জুলাই (হি.স.) : হিংসাজর্জর বাংলাদেশ থেকে মণিপুরিদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টের মাধ্যমে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরের সক্রিয় ভূমিকের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সহিংস পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমরা মণিপুরিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে একসাথে কাজ করছি।'

তিনি পরিস্থিতিপর্যবেক্ষণে এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদ প্যাসেজ নিশ্চিত করার জন্য জয়শংকরের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এশিয়া কাপে সেমির পথে ভারতের মেয়েরা

ডাম্বুলা, ২১ জুলাই (হি.স.): সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে ৭৮ রানে হারিয়ে হরমনপ্রীতরা সেমির পথে। এদিন টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় আমিরশাহী। শেফালি বর্মার ঝোড়ো ব্যাটিং,১৮ বড় ৩৭ রান,অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরের ৪৭ বলে দুরন্ত ৬৬ রান আর ইনিংসের শেষদিকে বাংলার রিচা ঘোষের হাফসেঞ্চুরি(৬৪) ২০১ রানে থামে ভারতের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আমিরশাহী যথেষ্ট লড়াই চালায়। কিন্তু ভারতের বিরাট রানকে টপকানো কঠিন ছিল তাদের পক্ষে। ভারতের রেণুকা সিং ও তনুজা কানওয়রের বোলিংয়ের দাপটে মাথা তুলতে পারেননি আমিরশাহীর কেউই। ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১২৩ রানে থেমে যায় তাদের ইনিংস। শেষ পর্যন্ত ৭৮ রানে ম্যাচ জেতে ভারতের মেয়েরা। আর এই জয়ে ভারতীয় দল সেমিফাইনালে পথে পা বাড়িয়েছে।

যদি কেউ সংবিধানের অবমাননা করে থাকে, তা কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবার : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবারের সমালোচনায় সরব হলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, যদি কেউ সংবিধানের অবমাননা করে থাকে, তা কংগ্রেস ও গান্ধী পরিবার। রবিবার অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দল কংগ্রেস সংবিধানের প্রতি আরও বেশি ভালবাসা দেখাচ্ছে। সংবিধানের কপি দেখিয়ে মিথ্যা শপথ করে সত্যের পরিবর্তন হবে না। যদি কেউ সংবিধানের অবমাননা করে থাকে, তবে তা হল কংগ্রেস এবং গান্ধী পরিবার... রাহুল গান্ধী কি সংবিধানের প্রস্তাবনাও পড়েছেন?... এতে কংগ্রেস সরকারের কুকীর্তি এবং সংবিধানবিরোধী কাজগুলি বর্ণনা করা হয়েছে... শুধু সংবিধানের কপি নেড়ে কাজ হবে না, এটা পড়তেও হবে... দেশে জরুরি অবস্থার কালো অধ্যায় জারি করেছিল কংগ্রেস। ভণ্ডামি ত্যাগ করে দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

ভারতীয় দলের নতুন কোচ মানালো পরিসংখ্যানে এগিয়ে মার্কেজ স্টিম্যাচের চেয়ে

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): আইএসএলের এফসি গোয়ার কোচ মানালো মার্কেজকে ভারতের ফুটবল দলের প্রধান কোচ হিসেবে চূড়ান্ত করেছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

পরিসংখ্যানের বিচারে শতকরা জয়ের হিসেবে মানালো অনেক এগিয়ে ইগোরের চেয়ে। কোচিং কেরিয়ারে স্টিম্যাচ শতকরা ৩০.৮ শতাংশ ম্যাচে জয়লাভ করেছেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতের কোচ হয়ে ৫৩টি ম্যাচের মধ্যে জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন ১৯টি ম্যাচে। ড্র ও পরাজয় যথাক্রমে ১৪টি ও ২০টি ম্যাচে।

অন্য দিকে নতুন কোচ মানালো মার্কেজ তাঁর কোচিং কেরিয়ারে জিতেছেন মোট ৪৬.৬৭ শতাংশ ম্যাচ। সব মিলিয়ে ছ'শোর বেশি ম্যাচ খেলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। বর্তমানে এফসি গোয়ার হয়ে প্রায় ৫৮ শতাংশ ম্যাচে জয় পেয়েছেন তিনি। এর আগে হায়দরাবাদকে কোচিং করিয়ে জিতেছিলেন ৪৮ শতাংশ ম্যাচ। সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট কোচিং কেরিয়ারে অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে মানালো মার্কেজের।

শুধুমাত্র তৃণমূলেরই ৩৮ শতাংশ মহিলা সাংসদ: মমতা

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): চলতি বছরে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ফিরে পেয়েছে হারানো একাধিক আসন। সেই সঙ্গে এবার পার্লামেন্টে তৃণমূলের মহিলা সাংসদের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে। রবিবার শহিদ সমাবেশের মঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মা মাটি মানুষদের ধন্যবাদ, তাঁদের জন্যই আমরা এতবড় জয় পেয়েছি। আমাদের নির্বাচিত মহিলা সাংসদ ৩৮ শতাংশ। অন্যরা প্রতিবছর দাবি করেন মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চাই, কিন্তু ওঁরা করে দেখাতে পারে না। আমরাই একমাত্র দল যাঁরা পার্লামেন্টে এত মহিলা সাংসদ পাঠিয়েছি। ওঁরা আমাদের দলের সম্পদ।

রবিবার কলকাতায় পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন গ্রিক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়াস দিয়ামান্তাকোস

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): রবিবার ভোররাত ৩টে ৩০ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের নতুন গ্রিক ফরোয়ার্ড দিমিত্রিয়াস দিয়ামান্তাকোস। তারকা ফুটবলারকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিলেন প্রায় হাজার দুয়েক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। বিমানবন্দরে তাঁরা নতুন ফুটবলারকে স্বাগত জানান।

গতবারের আইএসএল-এর গোল্ডেন বুটজয়ী গ্রিক ফুটবলারকে ফ্রেমবন্দী করার জন্য সক্রিয় ছিলেন লাল হলুদের ভক্তরা। তাঁদের মুখে 'দিমি দিমি দিমি'' ধ্বনিতে মুখরিত ছিল বিমানবন্দর। এই ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে।

ফেরার আগে বিমানবন্দরে আবারও মমতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন অখিলেশের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে কলকাতা ছাড়লেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। ''দিদির'' ডাকে সাড়া দিয়ে রবিবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবস সমাবেশের মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন অখিলেশ। এদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীদের একজোট হওয়ার বার্তা দেন তিনি।

এদিন কলকাতা ছাড়ার আগে আরও একবার বিমাননন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অখিলেশ। শহিদ স্মরণ দিবসে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে তৃণমূল সুপ্রিমোকে আবারও ধন্যবাদ জানালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব।

শহিদ সমাবেশ, সর্বদলীয় বৈঠকে অনুপস্থিত তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি. স.): সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। তার আগে রবিবার হলো সর্বদলীয় বৈঠক। এদিন বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

উল্লেখ্য, একইদিনে তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থাকায় সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত থাকেনি তৃণমূল। জানা গেছে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে বিষয়টি আগেই জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন। তিনি বলেন, তৃণমূলের সমস্ত সাংসদরা শহিদ স্মরণ উপলক্ষে রবিবার পশ্চিমবঙ্গে থাকবেন। তাই এদিন সংসদীয় সর্বদলীয় বৈঠকে তাঁরা যোগ দিতে পারবেন না। তিনি আরও জানান, গত ৩০ বছর ধরেই বাংলায় ২১ জুলাই তারিখটি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

হরেকরকম

পাঁচ উপাদান: ওষুধ ছাড়াই অম্বল গলা-বুক জ্বালার কষ্ট নিরাময় করতে পারে

খিদে না পেলেও অনেক সময়ে পছন্দের খাবার দেখলেই তার উপর হামলে পড়েন। ফলত পেটের সমস্যা, হজমের গন্ডগোল লেগেই থাকে। নিয়মিত অ্যান্টাসিড খেয়েও অনেক সময় কাজ হয় না। তাই প্রায় দিনই অফিস কামাই করতে হয়। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে সাধারণ বাড়ির খাবার খেয়েও অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর কিংবা গলা-বুক জ্বালার মতো সমস্যা দখা দেয়। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়? চিকিৎসকেরা অনেক সময়েই বলেন, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া নিজের মতে ওষুধ না খেতে। কিন্তু সাধারণ অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খাওয়ার জন্য তো সময়-অসময়ে চিকিতকেদের বিরক্ত করা যায় না। সে ক্ষেত্রে ঘরোয়া কিছু টোটকায় ভরসা রাখা যেতে পারে। তাতে কাজ না হলে তখন না হয় চিকিতকের কাছে যাবেন।

গলা-বুক জ্বালার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে কী কী খেতে পারেন?

১) আদা

আদার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান খাবার হজম করতে সাহায্য করে। পাশপাশি, গলা-বুক জ্বালার মতো সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কয়েক কুচি আদা চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে। তেল-মশলা যুক্ত খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়ে গেলে অনেকেই রাতে আদা চা খেয়ে ঘুমোতে যান।

২) অ্যালো ভেরা

সাধারণ বাড়ির খাবার খেয়েই হজমের সমস্যা হচ্ছে? খাবার আগে সামান্য পরিমাণে অ্যালো ভেরার রস ঈষদুষ্ণ জলে খেয়ে দেখতে পারেন। প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে অ্যালো ভেরার রস।

৩) ক্যামোমাইল টি

স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করতে ক্যামোমাইল টি-এর জুড়ি মেলা ভার। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই পানীয়টি গলা-বুক জ্বালা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে। রাতের খাবার খাওয়ার পর এই পানীয় খেতে পারলে যেমন অনিদ্রাজনিত সমস্যা দূর হবে, তেমন খাবার হজমও হবে।

৪) বেকিং সোডা

দোকান থেকে কেনা অ্যান্টাসিডের মতোই কাজ করে বেকিং সোডা। তবে এই বেকিং সোডা ব্যবহারের মাত্রা নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, এই উপাদানটি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে।

৫) অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার

অনেকেই ভাবেন, অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার নিজেই অম্লধর্মী। সে আবার অম্লত্বের সমস্যা কী ভাবে দূর করবে? সকলের ক্ষেত্রেই যে এই ভিনিগার কাজ করবে, এমন নয়। তবে জলে সামান্য পরিমাণ অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে খেলে তা গলা-বুক জ্বালার সমস্যায় অনেকের ক্ষেত্রেই কাজ করে।

শর্করার মাত্রা বাগে রাখতে কোন ফল খেতে পারেন?

ঋতুরি কোনো বালাই নেই বাজারে হরেক রকম ফল আর সব্জির হাতছানি। তাই বলে যে অন্য সময়ের ফল পাওয়া যায় না, এমনটা নয়, তবুও টাটকা ফল-সব্জির কদরই আলাদা। তবে কমলালেবু আর আপেল বেশি করে কিনতে গিয়ে পেয়ারাকে অবহেলা করবেন না। সারা বছর ডায়েটে এই ফল রাখার উপকার অনেক। জানুন, কেন রোজের ডায়েটে রাখবেন পেয়ারা?

১) পেয়ারায় থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। ভিটামিন সি শুনেই অবাক হচ্ছেন তো? অনেকে কমলালেবু কিনতেই ব্যস্ত শুধু মাত্র ভিটামিন সি-র টানে। কিন্তু পেয়ারায় ভিটামিন সি কোনও অংশে কম থাকে না। সেই সঙ্গে রয়েছে ভরপুর অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। শীতকালে সংক্রমণ ঠেকাতে ও প্রতিরোধশক্তি বাড়াতে কাজে লাগে পেয়ারা। ২) ডায়াবেটিক রোগীরা কী ফল খাবেন আর কী খাবেন না, সেই নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণেও কাজে লাগে পেয়ারা। পেয়ারায় যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার রয়েছে। এই ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হয়। তাই ডায়াবেটিকরা রোজ এই ফল খেতে পারেন।

৩) পেয়ারায় লাইকোপিন নামক ফাইটোনিউট্রিয়ান্ট থাকে। এই যৌগের অ্যান্টি-টিউমার গুণাগুণ ক্যানসারের আশঙ্কা কমাতে সাহায্য করে।

৪) পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ। সে কারণে দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও এই ফলের জুড়ি মেলা ভার।

৫) পেয়ারায় রয়েছে ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা। পেটের গোলমালের সময়ে তা সাহায্য করতে পারে জীবাণুর সঙ্গে লড়তে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন, তাঁরা নিয়মিত পাকা পেয়ারা খেতে পারেন। পেয়ারায় থাকা ফাইবার পেট পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

ত্বকের সমস্যা কেশরের গুণেই সমাধান হতে পারে

বয়স ৩০-এর কোঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই ত্বকে কালচে ছোপ পড়ছে। চোখ এবং ঠোঁটের চারপাশেও হালকা বলিরেখা পড়েছে। ছোটবেলায় মুখময় যে ব্রণ হত, তার দাগ রয়ে গিয়েছে এখনও। এত ধরনের সমস্যার জন্য ইন্টারনেট ঘেঁটে নানা রকম প্রসাধনীর খোঁজ পেয়েছেন। বন্ধুরা অনেকেই বলেছেন, সেই সব ক্রিম, প্রসাধনী মেখে তাঁরাও উপকার পেয়েছেন।

কিন্তু দাম দিয়ে এত রকম ক্রিম যে কিনবেন, তাতে ভয়ও করছে। সে সব মেখে যদি মুখে কিছু বেরোয়। হিতে বিপরীত হলে তো সমস্যার শেষ থাকবে না। তবে ত্বকের বিষয়ে অভিজ্ঞরা বলছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা প্রসাধনীর পিছনে খরচ না করে, কেশর কিনলেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কেশর ত্বকের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে?

১) তারুণ্য ধরে রাখে বয়স বাড়লে ত্বক এমনিতেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। হাজার হাজার দামি ক্রিম মেখেও খুব একটা লাভ হয় না। সেই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই, কেশর এবং মধুর মিশ্রণ। সপ্তাহে বার দুয়েক মাখতে পারলে বয়সের ছাপ একেবারেই পড়বে না।

২) কালচে দাগ দূর করে

কেশরের মধ্যে ক্রোসিন এবং ক্রোসেটিনের মতো উপাদান রয়েছে। এই দু'টি উপাদান ত্বকের কালচে দাগ-ছোপ দূর করতে সাহায্য করে। ত্বকের তরতাজা ভাবও ফিরিয়ে আনে।

৩) ত্বকের জেল্লা ধরে রাখে

শুধু যে বয়স বাড়লেই ত্বক জেল্লা হারায়, এমনটা কিন্তু নয়। কম বয়সিদের ত্বকও নিষ্প্রাণ হয়ে যেতে পারে। কেশরের মধ্যে যে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা মেলানিনেরর উতাদন কমিয়ে প্রাকৃতিক "স্কিন-লাইটেনিং" হিসাবে কাজ করে।

৪) সানবার্ন দূর করে

রোদ লেগে ত্বক পুড়ে গেলে বা ত্বকে ট্যান পড়লে সালোঁয় গিয়ে ব্লিচ করার প্রয়োজন নেই। কেশরের মধ্যে থাকা অ্যান্টি-ট্যান উপাদানেই সমস্যার নিষ্পত্তি হবে। ত্বকও মসৃণ হবে।

৫) ব্রণর সমস্যায়

ত্বকে ব্রণ, প্রদাহের সমস্যা দূর করতে পারে কেশর। ত্বকের ধরন বুঝে, বাড়িতে তৈরি যে কোনও ফেসপ্যাকের সঙ্গে কেশর মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। কাজ হবে।

নিয়মিত ভিটামিন ই ক্যাপসুল ত্বকে ব্যবহার করছেন

ত্বকের যত্ন নিতে অনেকেই ভরসা রাখেন সমাজমাধ্যমের উপর। নেটদুনিয়ায় দেখা বিভিন্ন রকম টোটকা অনেকেই প্রয়োগ করেন নিজেদের ত্বকে। জেল্লা ফিরে পেতে কেউ মুখে টুথপেস্ট মাখছেন কেউ আবার ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে ভিতরের তরলটি যদি মুখে মেখে নিচ্ছেন। তবে মনে রাখতে হবে সকলের ত্বক এক রকম হয় না।

আপনার ত্বকে যেটা ভাল প্রভাব ফেলবে, অপর জনের ত্বকে সেটা একই প্রভাব না-ও ফেলতে পারে। ভিটামিন ই-র ক্যাপসুল ভেঙে তার নির্যাসটি ত্বকে মাখলেও নানা ধরনের উপকার হয়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সকলের ত্বকে এক ফল না-ও হতে পারে। ভিটামিন ই ত্বকের জন্য স্বাস্থ্যকর হলেও মনে রাখা জরুরি, এই ভাবে ব্যবহার করলে ত্বকের কিছু ক্ষতিও হতে পারে। যাঁদের ত্বক খুব সংবেদনশীল। ভিটামিন ই-র সরাসরি ব্যবহার তাঁদের ত্বকে প্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ত্বকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি হতে পারে।

ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। ত্বকে সরাসরি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ব্যবহার না করে, কোনও প্যাক বানিয়ে তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। দই, মধু, হলুদের মিশ্রণের সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। শীতে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এই প্যাক দারুণ উপকারী। ব্রণ বা ত্বকের অন্যান্য দাগছোপ কমাতে পাকা পেঁপের সঙ্গে মধু, লেবুর রস এবং ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস মিশিয়ে মুখে লাগাতে পারেন উপকার পাবেন।

মুঠো মুঠো ব্যথা কমানোর ওষুধ খেলে হতে পারে "ড্রেস সিন্ড্রোম"

ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই হাঁটু, কোমরের ব্যথা বাড়ছে। কমবয়সি মেয়েদের ঋতুস্রাবের কষ্টও বাড়ে এই সময়ে। ঠান্ডায় জল খেতে গেলে দাঁতেও অস্বস্তি শুরু হয়। কষ্ট নিরাময়ে ওষুধের দোকান থেকে চেনা ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে থাকেন অনেকেই। কিন্তু এই অভ্যাস যে মোটেও ভাল নয়, সে বিষয়ে বার বার সতর্ক করা হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই মাত্রায় সচেতনতা আসেনি। তাই এ বার ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যন্ত্রণা ঠেকিয়ে রাখতে ব্যথা কমানোর ওষুধই একমাত্র পরিত্রাতা। সামান্য ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে দু'দিন অন্তর চিকিতকের কাছে ছুটে যেতে চান না কেউই। কিন্তু এই সব ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহারে মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে শরীরে। বিকল হতে পারে হৃদ্‌যন্ত্রও। প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ড্রেস সিন্ড্রোমে। যা আসলে এক ধরনের অ্যালার্জি। ব্যথা কমানোর ওষুধে মেফেনমিক অ্যাসিড-সহ বেশ কিছু উপাদান থাকে, যা ততণাতব্যথা কমাতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু সেই সমস্ত ওষুধ খাওয়ার ৮ থেকে ১০ সপ্তাহ পর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে।

ড্রেস সিন্ড্রোম কী? "ড্রাগ র‍্যাশ উইথ ইয়োসিনোফিলিয়া অ্যান্ড সিস্টেমিক সিম্পটম" বা সংক্ষেপে "ড্রেস", আসলে অ্যালার্জি জনিত একটি সমস্যা। এই ধরনের ব্যথা কমানোর ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশলে নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ত্বকের উপর লালচে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দেয়। শরীরের অভ্যন্তরেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব পড়তে পারে। বিকল হয়ে যেতে পারে হার্টও। তা হলে ব্যথা কমানোর ওষুধ কি একেবারেই খাওয়া যাবে না? চিকিতকেরা বলছেন, মেফেনমিক অ্যাসিড রয়েছে এমন ব্যথা কমানোর ওষুধ আসলে যথেচ্ছ মাত্রায় ব্যবহার করার জন্য নয়। যন্ত্রণার তীব্রতা, রোগীর বয়স এবং উপসর্গ দেখে তবেই ব্যথার ওষুধের ডোজ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজে নিজে তা ঠিক করে ফেলা সম্ভব নয়। কমবয়সি মেয়েদের ঋতুস্রাবজনিত কষ্ট কিংবা বয়স্কদের বাতের ব্যথা নিরাময়ে এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার চল রয়েছে। এই প্রবণতা কারও কারও ক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। সেই কারণেই সরকারি তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তেলেভাজা খাওয়ার পর ভুলেও জল নয়

তেলেভাজা বা ডিপ ফ্রায়েড খাবার আট থেকে আশি সকলেরই খুব পছন্দের। চপ, পকোড়া, ফ্রায়েড চিকেন, সসেজ, চাউমিন, রোল, মোমো দেখলেই লোভ সামলানো দায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যা হল, ভাজাভুজি খাওয়ার পরই গলা শুকিয়ে আসে। একটু জল না খেলেই নয়। আর জল খেলেই শুরু হয়ে যায় অস্বস্তি। পেট ভার হয়ে থাকে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হয়।

খাওয়ার একদম পরেই জল খাওয়া শরীরের জন্য একেবারে ভালো নয় বলে মনে করেন পুষ্টিবিদেরাও। তবে এমন অনেক পানীয় রয়েছে, যেগুলি ভাজাভুজি খাওয়ার পর খেলে বরং উপকারই হয়।

গরম জল পান করুন

ভাজাভুজি খাওয়ার পর জল তেষ্টা পেলে হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। ফলে পেট ভার হয়ে থাকে না। গরম জল পরিপাকতন্ত্রের পেশীগুলিকেও শিথিল করে, শারীরিক অস্বস্তি কমায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে এবং দেহ থেকে টক্সিন বার করে দেয়। ভারী খাবার খাওয়ার পরেও গরম জল পান করা খুব উপকারী।

ডিটক্স পানীয় বা স্যুপ

বিভিন্ন ডিটক্স ড্রিংকস এবং স্যুপ শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি যোগায়, দেহ থেকে টক্সিন নির্মূল করে, ভালো হজমে সহায়তা করে এবং পেট ভার কমায়। তাই তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ডিটক্স পানীয় বা স্যুপ খাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

প্রোবায়োটিক পানীয়

উপকারী ব্যাকটেরিয়া সমৃদ্ধ প্রোবায়োটিক পানীয়গুলি খাবার হজমে সহায়তা করে, শরীরকে চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে। ভাজাভুজি খাওয়ার পর শারীরিক অস্বস্তিও কমায়।

মৌরি জল বা চা

তেলেভাজা খাওয়ার পরে মৌরি জল পান করুন। এটি পেট ফাঁপা এবং অস্বস্তি দূর করতে সহায়ক। পরিমাণমতো জলে এক চামচ মৌরি ফুটিয়ে নিন ভালো ভাবে। তারপর তা ছেঁকে পান করুন। এই পানীয় খাবার হজম করে তাড়াতাড়ি।

সবুজ চা

ভাজাভুজি খাওয়ার পর গ্রিন টি-ও খেতে পারেন। সবুজ চায়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দ্রুত খাবার হজমে সহায়তা করে, হজমের এনজাইমগুলির উৎপাদন বাড়ায়, চর্বি ভাঙে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমায়। তাছাড়া, এতে থাকা ক্যাফেইন এনার্জিও বাড়ায়। তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রিন টি খেলে উপকার পাবেন।

জোয়ানের জল

খাবারের পরে হালকা গরম জলের সঙ্গে এক চা চামচ জোয়ান খাওয়া খুবই উপকারী। এতে খাবার দ্রুত হজম হয়। গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা এবং বদহজমের সমস্যা দেখা দেয় না।

এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়

রাত জেগে পড়াশোনা করেন অনেকেই। আবার গোটা সিরিজ এক নিশ্বাসে দেখতে না পারলেও অস্বস্তি হয়। সিরিজ দেখতে দেখতে কখন যে রাত কাবার হয়ে যায়, বোঝা যায় না। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে বিনোদন দেওয়া ছাড়া কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়। কিন্তু সারা দিনের পরিশ্রমে রাত জাগা অসম্ভব হয়ে ওঠে অনেক সময়।

কোনওমতে চোখ খুলে রাখতে হয়। তবে এতটা কষ্ট না করেও কিন্তু চোখ খুলে রাখা যায়। অনেকে রাত জেগে থাকতে বার বার কফি কাপে চুমুক দেন। তবে কফি ছাড়াও নিজেকে জাগিয়ে রাখতে ভরসা হতে পারে অন্য কয়েকটি বিকল্প।

গ্রিন টি

কফির দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে গ্রিন টি। গ্রিন টি শরীরে স্ফূর্তি আনতে পারে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর গ্রিন টি-তে ক্যাফিনের মাত্রা কফির তুলনায় কম। ঘুম ভাঙাতে বেশ উপকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, বিপাকহার বৃদ্ধি করতেও এই চা নিয়ম করে খেতে পারেন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

ওজন কমানোর জন্য অনেকেই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়মিত খান। ওজন কমানোর পাশাপাশি ঘুম তাড়াতেও তা অত্যন্ত কার্যকর। এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার, এক চামচ মধু এবং তুলসী পাতা যোগ করে পান করলে ঘুম উধাও হবে নিমেষের মধ্যেই। ডোর্ক চকোলেট প্রতি দিন ডার্ক চকোলেট খেলে স্নায়ু তো শান্ত থাকেই, সঙ্গে হজম প্রক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও বাড়ে। এ ছাড়াও ডার্ক চকোলেটে কম পরিমাণে ক্যাফিন থাকে। ঘুম পেলে শরীর চাঙ্গা রাখতে এক টুকরো ডার্ক চকোলেটে কামড় দিতেই পারেন। এতে থাকে থিওব্রোমাইন যা শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

চুল ঝরা থেকে খুশকি, সব সমস্যার সমাধান কি লুকিয়ে টক দই

শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষা সারা বছর পেটের গোলমাল ঠেকাতে শেষ পাতে টক দই খান অনেকেই। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে ত্বকের যত্ন নেওয়া টক দইয়ের মতো খাবার খুব কমই আছে। টক দই শুধু ত্বকের খেয়াল রাখে না। চুলের যত্নেও টক দইয়ের বিকল্প খুব কমই আছে।

অত্যধিক দূষণ, ধুলোর কারণে চুলের অবস্থা সারা বছরই বেহাল হয়ে থাকে।

ফলে চুলের খেয়াল রাখতে ভরসা হতে পারে টক দই।

চুলের যত্ন কী ভাবে নেয় টক দই?

খুশকি কমাতে শীতকালে খুশকির সমস্যা সবচেয়ে বেশি হয়। নিয়মিত শ্যাম্পু করলেও খুশকি কিছুতেই কমতে চায় না। অনেকেই খুশকি তাড়াতে নানা ট্রিটমেন্টও করান। কিন্তু বিশেষ সুফল মেলে না। তবে খুশকি তাড়াতে হাতিয়ার হতে পারে টক দই। এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান খুশকি সমূলে বিনাশ করে।

চুল লম্বা করতে

চুল কিছুতেই লম্বা হচ্ছে না, এই আক্ষেপ অনেকেরই আছে। তবে লম্বা চুলের স্বপ্নপূরণ করতে চাইলে ভরসা রাখতে পারেন টক দইয়ের উপর। কারণ, দইয়ে রয়েছে ভিটামিন বি, জিঙ্কের মতো উপাদান। চুল লম্বা করতে এগুলি সাহায্য করে।

চুল মসৃণ করতে

শ্যাম্পু করার পরেই অনেকের চুল উশকো-খুশকো হয়ে যায়। শুষ্ক চুলের ক্ষেত্রেই সাধারণত এই ধরনের সমস্যা বেশি হয়। চুল নরম এবং কোমল রাখতে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন টক দই। উপকার পাবেন।

চুল পড়া থামাতে

মাথার চেয়ে মাটিতে চুল পড়ে থাকে বেশি। অনেকেরই মুখেই এমন কথা শোনা যায়। চুল পড়ার সমস্যা আসলে কমবেশি সকলেরই আছে। টক দই এই সমস্যা খানিকটা হলেও কমাতে পারে।

কী ভাবে ব্যবহার করবেন টক দই? দই দিয়ে বিভিন্ন হেয়ার প্যাক বানানো যায়। তবে ডিম আর দইয়ের যুগলবন্দি চুলের জন্য সত্যিই ভাল। দুটো ডিমের কুসুম, এক চামচ দই একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে চুলের গোড়ায় গোড়ায় মেখে নিন। তার পর ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে দু'দিন ব্যবহার করলে চুলের সমস্যা দূরে চলে যাবে।

রবিবার প্রতাপ সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত বক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী মঞ্চে সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য , মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। নিজস্ব ছবি।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই, এখনই বর্ষণ থামার লক্ষণ নেই

মুম্বই, ২১ জুলাই (হি.স.): গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত মুম্বই। জলমগ্ন দাদর পূর্ব, মেরিন ড্রাইভ, লোয়ার প্যারেল। বন্ধ করা হয়েছে অন্ধেরীর সাবওয়ে। বেশ কিছু বিমান মুম্বই বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার বাসিন্দাদের সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করেছে মুম্বই পুলিশ। যদিও বাণিজ্যনগরীতে এখনই থামছে না বৃষ্টি। মুম্বইয়ের স্থানীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবারও থানে, মুম্বই, পালঘরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।রবিবারের ভারী বৃষ্টিতে নভি মুম্বই এমনিতেই জলের তলায়। আইএমডি এদিন মুম্বই, রায়গড়, থানে, রত্নাগিরি এবং সিন্ধুদুর্গের জন্য একটি কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মুম্বইয়ে কুরলা পূর্ব এলাকাও জলের তলায়। ভারী বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের জনজীবন কার্য্য বিপর্যস্ত।

বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার একুশে জুলাইয়ের শহীদ সমাবেশে বক্তৃতায় মমতা বলেছেন, “আমরা বাংলার অস্তিত্ব রক্ষা করব। বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে।” দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, “অন্যায় করলে আমি দলের কাউকে ছাড়ি না। গ্রেফতার করি। অন্যায় করবেন না, অন্যায় সহ্য করবেন না। আমি পরিষ্কার বলছি, মা-বোনেদের সম্মান দেবেন।”মমতা তৃণমূলের সকল বিধায়ক, কাউন্সিলর, সাংসদ, নেতা-নেত্রীর উদ্দেশে বলেন, “যেন কারও বিরুদ্ধে দল কোনও অভিযোগ না পায়। অভিযোগ পেলে দল উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। আমি চাই আপনারা গরিব থাকুন। তার মানে ঘরে যা আছে, সেটা খেয়ে বেঁচে থাকুন। লোভ করার দরকার নেই।” ধর্মতলার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, “বিজেপি আন্দোলনে পারে না। আমার কাছে ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি তৈরি আছে। কিন্তু আমি কিছু করতে গেলে আদালতে ছোটে তারা। কখনও বলছে ২৬ হাজারের চাকরি খাই, কখনও বলছে ৪২ হাজারের চাকরি খাই, কখনও বলছে ওবিসি উঠিয়ে দাও। উঠবে না। আমরা আইনি লড়াই করছি, করে যাব।”

আজানের জন্য বক্তৃতা থামালেন মধুপর্ণা, বিঁধলেন বিজেপিকে

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে বক্তৃতা রাখলেন বাগদার নতুন নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। তিনি বিঁধলেন বিজেপিকে। বাগদার নতুন নির্বাচিত বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর রবিবার বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, “নির্বাচনের আগে নারীশক্তি নিয়ে কথা বলেছে। অথচ গত ৭ এপ্রিল বিজেপির সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, আমার দাদা, মাঝরাতে আমার বিধবা মা, আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন। সেই জবাব বিজেপি দেয়নি। আপনাদের ক্ষমতা নেই মমতার সামনে দাঁড়ানোর।” মাঝে আজানের জন্য বক্তৃতা থামিয়ে দেন মধুপর্ণা। তার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করেন বক্তৃতা।

কেন্দ্রের সরকার থাকবে না, দিদির পাশে লড়াইয়ে থাকব: অখিলেশ যাদব

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রের সরকার থাকবে না, চলে যাবে, বিজেপিকে গদি থেকে নামাতে দিদির পাশে লড়াইয়ে থাকব। জানিয়ে দিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশ থেকে অখিলেশ যাদব বলেছেন, “দিল্লিতে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরা লাভের জন্যই সব করেন। ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। বাংলায় বিজেপিকে আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশের মানুষও তা-ই করেছে। এঁরা আসলে দিল্লিতে কিছু দিনের অতিথি। দিল্লিতে সরকারের পতন হবে। দেখব আমরা। আমাদের খুশির দিন আসবে।” অখিলেশ আরও বলেছেন, “দিল্লিতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা মানুষের ভাল চান না। এঁরা অন্যের প্রাণ নেন, কিন্তু দেন না। তা ধরে রাখার জন্য শহীদ ধার নেন। অন্যদের মহাপুরুষকে নিজেদের বলে দাবি করেন। এঁদের গুরুদেব বা নেতাজিও থাকেন না। মহাপুরুষ হতে গেলে মানবিক হতে হবে। এঁরা তা করেন না। যা খুশি তা-ই করতে পারেন। যখন জনতা জেগে ওঠে, এই সব লোকের মিথ্যা প্রচার ধাক্কা খায়। হতাশ হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেন। দেশ জেগে উঠেছে।”

দলে ’শুদ্ধিকরণ’ বার্তা অভিষেক ব্যানার্জির

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): দলের ভিতরে ‘শুদ্ধিকরণে’ মন দিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। তিনি রবিবার তৃণমূলের শহিদ সভামঞ্চে বলেন, যাঁরা লোকসভা নির্বাচনে পঞ্চায়েত প্রধান বা কাউন্সিলর বা চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান থেকেও মানুষকে বোঝাতে সফল হননি। আমরা সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কাউকে রেয়াত করা হবে না।

তিনি এদিন এও বলেন, আমাদের ছাব্বিশের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। পুরসভায় যাঁরা দায়িত্বে আছেন, পঞ্চায়েতে যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের কর্মীদের কথা ভাবতে হবে। নিজের কথা ভাবলে চলবে না। আমি আপনাদের বলছি বিভিন্ন জায়গায় পর্যালোচনা বৈঠক করতে গিয়েছি। আমি বলেছি দল কিন্তু ফলের পর কার কী ভূমিকা ছিল সেটা খতিয়ে দেখবে।

তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে হেলমেটহীন বহু বাইকারোহী, উঠছে প্রশ্ন

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার শহিদ সমাবেশের দিন সকালে শহর কলকাতায় ধরা পড়ল অন্য এক ছবি। পার্কস্ট্রিট, ধর্মতলা চত্বরে বহু কর্মী-সমর্থককে হেলমেট ছাড়াই বাইকে সওয়ার হতে দেখা গেল এদিন। অথচ কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কিংবা সিভিক ভলান্টিয়াররা যেন সেই মুহূর্তে দেখেও দেখতে পেলেন না, অভিযোগ এমনটাই।

তবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এদিন শহরে পুলিশের উইনার্স টিমকেও নামানো হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে পকেটমারি রুখতেও সচেষ্ট ছিল কলকাতা পুলিশের ওয়াচ সেকশন। কিন্তু এদিন হেলমেটহীন বহু বাইকারোহীর ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলো না অন্যান্য দিনের মতো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

নেমপ্লেট ইস্যুতে মুখ খুললেন রামদেব, যোগগুরু বললেন নাম লুকানোর দরকার নেই

হরিদ্বার, ২১ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশে কানওয়ার রুটে খাবারের দোকানে ”নেমপ্লেট” ইস্যুতে এবার মুখ খুললেন যোগগুরু বাবা রামদেব। রবিবার হরিদ্বারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবা রামদেব বলেছেন, ’রামদেবের যদি নিজের পরিচয় প্রকাশে কোনও সমস্যা না হয়, তাহলে রহমানের পরিচয় প্রকাশ করতে সমস্যা হবে কেন ?যোগগুরু বাবা রামদেব আরও বলেছেন, ’প্রত্যেকেরই নিজেদের নাম নিয়ে গর্ব করা উচিত। নাম লুকানোর দরকার নেই, শুধু কাজের মধ্যে পবিত্রতা দরকার। আমাদের কাজ যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা হিন্দু, মুসলিম অথবা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের হই তাতে কিছু যায় আসে না।’

বিরোধীদের থেকেই কাউকে লোকসভার ডেপুটি স্পিকার করা হোক, দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদে সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল সরকার পক্ষ। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া সব বিরোধী দলই উপস্থিত ছিল রবিবারের বৈঠকে। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীরা যাতে নিজেদের ইস্যুগুলি তুলে ধরতে পারেন, সরকারকে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন বৈঠকে উপস্থিত বিরোধী দলের নেতারা।কংগ্রেসের তরফে সংসদের সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়রাম রমেশ ও কে সুরেশ। লোকসভায় যাতে বিরোধী শিবির থেকে কাউকে ডেপুটি স্পিকার পদে বসানো হয়, সেই দাবি তোলেন কংগ্রেস নেতারা। সূত্রের খবর, নিটের প্রশ্নফাঁস ইস্যুতেও রবিবারের বৈঠকে সরব ছিল কংগ্রেস। পাশাপাশি ওয়াইএসআর কংগ্রেস, জেডিইউ ও বিজেডির তরফে যথাক্রমে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সর্বদলীয় বৈঠকে বিহারের বিশেষ মর্যাদার দাবি নীতীশের দলের: টুইট জয়রাম রমেশের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি. স.): সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। মঙ্গলবার বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী। তার আগে রবিবার হলো সর্বদলীয় বৈঠক। এদিন বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

উল্লেখ্য, এদিন জনতা দল ইউনাইটেডের পক্ষে দাবি করা হয়, বাজেটে বিহারে বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে। নীতীশের দলের এই কথায় স্পষ্ট বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে রাজ্যের দাবি আদায়ে কেন্দ্রের উপর এখন থেকেই চাপ তৈরি করতে চাইছেন। জেডিইউ বিহারের বিশেষ মর্যাদা দাবি করা মাত্র জয়রাম রমেশ তা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। বলেন, সর্বদল বৈঠকে জেডিইউ বিহারের বিশেষ মর্যাদা দাবি করেছে।

সরকার খোলা মনে যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে রবিবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, সরকার খোলা মনে যে কোনও বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। সংসদের বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে সরকার। বৈঠক চলাকালীন, সরকার, সংসদের উভয় কক্ষের কার্য্যকারিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ করে।বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, ’আমরা আশা করছি, এই বাজেট অধিবেশন ফলপ্রসূ হবে। আমরা একটি ভালো বাজেট নিয়ে আসব, সবাই অপেক্ষা করছে। আগামীকাল ২১ জুলাই অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করা হবে এবং ২৩ জুলাই সাধারণ ইউনিয়ন বাজেট ২০২৪-২৫ পেশ করা হবে... সরকার যে কোনও বিষয়ে খোলা মনে আলোচনায় প্রস্তুত।’

২২ জুলাই বাজেট অধিবেশন শুরু, ২৩ তারিখ বাজেট পেশ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (হি.স.): সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২২ জুলাই, চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। ২২ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১২ আগস্ট পর্যন্ত চলবে বাজেট অধিবেশন। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবে আগামী ২৩ জুলাই। সংসদের বাজেট অধিবেশনকে সামনে রেখে সরকারের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠক রবিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সরকার সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমস্ত বিরোধী দলের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ করেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কিরেন রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জে পি নাড্ডা, চিরাগ পাসোয়ান, রামদাস আঠাওয়ালে, কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, এন সি পি-র প্রফুল প্যাটেল, ডি এম কে-র টি আর বাবু এবং তিরুচিশিবা, এ আই এম আই এম-এর আসাদুদ্দিন ওয়েইসি সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আগামীকাল সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত।

সুষ্ঠুভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, ২২ দিনে প্রার্থনা ৩.৮৬ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ২১ জুলাই (হি.স.): বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা চলছে নির্বিঘ্নেই। বিগত ২২ দিনে ৩ লক্ষ ৮৬ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী অমরনাথ দর্শন করেছেন।জম্মু ও কাশ্মীরে এ বছর অমরনাথ যাত্রায় এখনও পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮৬ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী সামিল হয়েছেন। গত ২৯ জুন থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। রবিবার ভোরে যাত্রার ২৩-তম দিনে ৩,১১৩ জন পূণ্যার্থী ভগবতি নগর যাত্রী নিবাস থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। আগামী মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত এই যাত্রা চলবে। ৫২ দিনের এই ঐতিহ্য মন্ডিত যাত্রার জন্য কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রয়াত পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পাঁচুগোপাল সিংহ

পাথারকান্দি (অসম), ২১ জুলাই (হি.স.) : আজ গুরু পূর্ণিমার দিন পরলোক গমন করেছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পাঁচুগোপাল সিংহ।আজ রবিবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত পাঁচুগোপালবাবুকে পাথারকান্দি হাসপাতাল থেকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুকালে প্রয়াত পাঁচুগোপাল সিংহের বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, তিন কন্যা, এক পুত্র সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে।আজ রবিবার ভোররাত সাড়ে তিনটা নাগাদ হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড জ্বালা ও মাথার পেছনে তিনি ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাথারকান্দি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে রেফার করেন। পাথারকান্দি থেকে করিমগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিক্ষক।প্রয়াত শিক্ষক পাঁচুগোপাল সিংহের মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে গোটা পাথারকান্দি ও সংলগ্ন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।চাকরি জীবন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঁচুগোপালবাবুর ছিল মধুর সম্পর্ক। গত ২০১২ সালে তিনি মডেল হায়য়ার সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরি থেকে অবসর নেন।

বিজেপিকে তোপ জগদীশের, বললেন পদ্মফুলে ভোট দিয়ে কী পেয়েছি!

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): বিজেপির তীব্র সমালোচনা করলেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর কথায়, পদ্মফুলে ভোট দিয়ে কী পেয়েছি! সুবির বক্সির পর রবিবার একুশে জুলাইয়ের সভায় বক্তৃতা রাখেন কোচবিহারের সদ্যনির্বাচিত সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। তাঁর নাম ঘোষণা করেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, “আজ ঐতিহাসিক দিন। আমরা বাস, ট্রেনে করে এখানে এসে জড়ো হয়েছি। ২০১৪ সাল থেকে একটা রাজনৈতিক দল সরল মানুষগুলির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। পদ্মফুলে ভোট দিয়েছি। কী পেয়েছি? প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আলাদা রাজ্য করবে, চা বাগান খুলে দেবে, পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিসৌধ হবে। বড় বড় কথা বলে কাজ করেনি তারা। তাই এ বার কোচবিহারের মানুষ ভুল করেনি। দিদির প্রার্থী হিসাবে আমাকে জোড়া ফুল চিহ্নে জিতিয়েছেন। দিদিই পারবেন দাবি পূরণ করতে।’ জগদীশ আরও বলেছেন, ’সরল মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙল। দিদি কোচবিহারে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পঞ্চানন বর্মার মূর্তি করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য যা কাজ করা হয়েছে, তৃণমূল করেছে।

সে কারণেই আমাকে সাংসদ করেছে। তাই দায়িত্ব আমার বেড়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে যত বিধানসভা আসন রয়েছে, ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে জোটবদ্ধ হতে হবে। বিজেপি কর্মের নামে নয়, ধর্মের নামে ভোট চায়।

উত্তরবঙ্গের মানুষ ১০০ দিনের কাজের টাকা পায় না। নেত্রী, নেতা আমাদের জন্য দিল্লি গিয়ে লড়াই করেছেন। তার পরেও কেন্দ্র টাকা দেয়নি। ভোটের আগে দিদি টাকা মিটিয়ে দিয়েছে। যত দিন রাজ্যের সব আসনে জোড়া ফুল না ফুটবে, তত দিন আমাদের লড়াই থামবে না।”

তিনি নাম না করে নিশীথ প্রামাণিককেও একহাত নিয়েছেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর দল : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর দল। জোর দিয়ে বললেন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রবিবার শহীদ সমাবেশের মঞ্চে ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ’তৃণমূল অনেক রক্ত ঝরিয়ে বাংলাকে সিপিএম-মুক্ত করেছে। এই দল অভিলাষের বস্তু না। বিলাসের বস্তু না। এই দল নিজেকে জাহির করার বস্তু না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, এটা তাঁর দল। মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবা করতে শিখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।” এদিন বক্তৃতার শুরুতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাস, কল্যাণ, ইউসুফ, কীর্তি-সহ সাংসদদের নাম নিয়ে সম্ভাষণ করেন ফিরহাদ। এর পর তিনি মমতার ২৬ দিনের অনশনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। হাজরা মোড়, গার্ডেন রিচে মমতার উপর হামলার কথাও তোলেন তিনি। বলেন, “নন্দীগ্রামেও মমতাকে খুনের চেষ্টা হয়েছে। কী ভাবে অত্যাচার হয়েছিল বাংলার মানুষের উপর। মমতা ত্রাতা হয়ে এসেছেন। আজ শপথ নিতে হবে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে শহিদদের স্মৃতিতে তৈরি সৌধে সম্মান জানিয়ে এসেছি। শহিদের রক্ত হয় নাকো ব্যর্থ।”

তৃণমূল জমানায় দারিদ্রসীমা ৮ শতাংশে নেমে এসেছে : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): তৃণমূল জমানায় দারিদ্রসীমা ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে এই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, “আমরা দায়িত্বে আসার আগে দারিদ্রসীমার নীচে ছিলেন ৫৭.৬ শতাংশ মানুষ। আমাদের জমানায় তা ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে।” বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, “নির্বাচন কমিশনের একতরফা আচরণের পরেও লোকসভা নির্বাচনে, বিধানসভা উপনির্বাচনে মানুষ আমাদের পাশে থেকেছেন। এজেন্সির ধমকানি-চমকানি প ে ¯ ব . ও বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে এসেছি, তাতে স্যালুট জানাই বাংলার মানুষকে।

যাঁরা আমাদের সমর্থন দেননি, আগামী দিন তাঁদের কাছে সমর্থন আশা করব। সাধারণ মানুষ ছাড়া তৃণমূল পথ চলতে পারে না। আমরা যত জিতব, আমাদের তত নরম হতে হবে। যত জিতব, তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। উত্তরবঙ্গে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, আশা করব ভবিষ্যতে তারা আমাদের সমর্থন করবে।’মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, “আমরা একমাত্র রাজনৈতিক দল, যারা লোকসভায় ৩৮ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা আমাদের সম্পদ। একটা পার্টির সম্পদ সবাইকে নিয়ে চলা।”

মমতার কথায়, “আমি দলে বিত্তবান লোক চাই না। বিবেকবান লোক চাই। কেন জানেন? পয়সা আসে, চলে যায়। কিন্তু সেবার কোনও বিকল্প নেই।”

শহীদের রক্ত ব্যর্থ হয়নি, অতীতের স্মৃতিচারণায় সুব্রত বক্সি

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে অতীতের স্মৃতিচারণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুব্রত বক্সি। তিনি বলেন, “প্রথমে ১৪ জুলাই মহাকারণ অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। পরে মমতা যখন বাংলার মাটি পরিক্রমা করেন, তখন কিছু বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন। তৎকালীন রাজ্যপাল নুরুল হাসান প্রয়াত হন ১২ জুলাই। তাই রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে মমতা অভিযান করেন ২১ জুলাই। সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবি তুলে অভিযান করেন। সিপিএম দাবি করেছিল, মমতা রাইটার্স দখল করতে এসেছিলেন। সে দিন বাংলার মাটিতে নির্বাচন পরিচালনা হত মহাকরণের ঘর থেকে। সে দিন সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে জড়ো হন সাধারণ মানুষ। মমতাকে সামনে রেখে মানুষ অধিকার ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।”সভার সভাপতি হিসাবে এদিন সুব্রত বক্সির নাম প্রস্তাব করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেই দাবি সমর্থন করেন ফিরহাদ হাকিম। সভা পরিচালনা শুরু করেন সুব্রত। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন কংগ্রেসের পতাকা হাতে ধরে। পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি নিয়েছেন। আটের দশকের মাঝামাঝি অবিভক্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী হলেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মমতা পৌঁছলেন। উপলব্ধি করলেন, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সিপিএম পেশি, প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয় না।সুব্রত বলেন, “বিনা প্ররোচনায় আমাদের ১৩ জন শহিদ হয়েছিলেন সে দিন। আমরা বলি শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। ব্যর্থ হয়নি। ভারতের সরকার নীতিগত ভাবে সচিত্র পরিচয়পত্রের কথা মেনে নেন। ১৯৯৪ সালের ১ জুলাই সাল থেকে ধাপে ধাপে ৯৫ কোটি ভোটারের কাছে পৌঁছে যায় সচিত্র পরিচয়পত্র। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মানুষ যখন ভোট দিতে যান, সঙ্গে থাকে সচিত্র পরিচয়পত্র।” এর পর তিনি তৃণমূলের ইতিহাস তুলে ধরেন। জানান, ১৯৯৮ সাল থেকে মমতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষ লড়াই করছেন। ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছে সেই দল। সুব্রতের কথায়, “আজও শহিদ তর্পণ করছেন মমতা। আমিও উপলব্ধি করব, মমতা যা দায়িত্ব দেবেন, তা পালন করে গ্রামে ঘুরে বেড়াব।”

শহিদ সমাবেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিনব বার্তা

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভিনব বার্তা দিলেন এক তৃণমূল সমর্থক। ডেঙ্গু সচেতনতায় অভিনব প্রচার করেন তিনি। ভিড়ের মাঝে এক বিশালাকার মশা সেজে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণাঙ্কুর নামে ওই তৃণমূল সমর্থক। বর্ষার মরশুমে মশাবাহিত রোগ থেকে মানুষ কীভাবে রক্ষা পাবে সেই বার্তাই এদিন দিলেন তৃণাঙ্কুর।

জানা গেছে, তৃণাঙ্কুর বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সমাজকে সচেতন করে থাকেন। প্রথম শুরু করেছিলেন বাল্যবিবাহ প্রথা রুখতে সচেতনতা অভিযান করে। করোনার সময় করোনা সেজেও সচেতনতা অভিযান চালিয়েছেন। আর এদিন ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশা সেজে প্রচার অভিযান করলেন তৃণমূল সমর্থক তৃণাঙ্কুর। তাঁর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সমাবেশে আসা তৃণমূল কর্মী-সমর্থক, সাধারণ মানুষও।

যা কথা দিয়েছি, সব পালন করব, শহীদ সমাবেশে বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): মাত্র ২৪ মিনিট বক্তব্য রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বল্প সময়ের বক্তৃতায় অভিষেক বললেন, "যা কথা দিয়েছি, সব পালন করব, আপনারা কথা দিচ্ছেন তো? আগামী দিনে আমরা জিতব। কিন্তু সেই জয় যেন ২০২১-এর থেকেও বড় হয়, ২০২৪ সালের থেকেও বড় হয়। এই শপথ নিয়ে আমাদের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ ছাড়তে হবে। তাই আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।" অভিষেক রবিবার সভাস্থলে পৌঁছন নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগেই। শহিদবেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বেদীর সামনে রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম জানান। তার পরে ওঠেন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে। লোকসভা ভোটে জয়ের মূল কারিগর কারা? জানালেন অভিষেক। বললেন, "এই জয়ের যারা মূল কারিগর, তৃণমূল সমর্থকের পাশাপাশি সমস্ত দেশজুড়ে এক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুই, অখিলেশ যাদব। কিছু ক্ষণের মধ্যেই এঁরা দু'জনেই সভামঞ্চে সশরীরে উপস্থিত হবেন।" ডায়মন্ড হারবারে তাঁকে জেতানোর জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন অভিষেক। তবে একই সঙ্গে লোকসভা ভোটের জয় নিয়ে দলীয় কর্মীদের বার্তা দিলেন, "আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই।" এ-ও বললেন, যে সন্দেশখালিকে হাতিয়ার করে বিজেপি গোটা দেশের সামনে বাংলার বদনাম করেছিল, সেই সন্দেশখালির লোকসভা কেন্দ্র বসিরহাটে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে জিতেছে তৃণমূল। অভিষেক এদিন বললেন, "আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কথা দিচ্ছি, নির্বাচনে যাঁরা পঞ্চায়েত বা পুরসভার পদে থেকেও মানুষকে বোঝাতে অক্ষম হয়েছেন বা তাঁদের এলাকা থেকে প্রত্যাশিত ফল হয়নি, একই ভাবে আমরা টাউন সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেব।"

অশান্ত বাংলাদেশে মৃত্যু বেড়ে ১১৫; থমকে ইন্টারনেট, শুনশান রাস্তাঘাট

ঢাকা, ২১ জুলাই (হি.স.): কারফিউ জারি রয়েছে, রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। অতচ এখনও শান্তি ফেরেনি বাংলাদেশ, অশান্ত বাংলাদেশে মৃত্যু বেড়ে ১১৫-তে পৌঁছেছে। বন্ধ রয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা, শুনশান রাস্তাঘাট। বাংলাদেশে শুক্রবার থেকে কারফিউ জারি রয়েছে। রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কার্ফু থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে তার মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।শনিবার রাতে নতুন করে ঘোষণা হয়, কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারফিউ আপাতত রবিবার বিকেল ৩টে পর্যন্ত চলবে। কারফিউর মাঝে শনিবার ঢাকার রাস্তায় নেমেছিল সেনার ট্যাঙ্ক। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় সেনা নামিয়েছে শেখ হাসিনা সরকার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তৃণমূলের পাশে থাকার বার্তা অখিলেশের, বললেন একজোট হতে হবে

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের একুশে জুলাইয়ের শহীদ সমাবেশে এবার ছিল চমক, উপস্থিত ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি বলেছেন, "দূর পর্যন্ত দিদির দলের কর্মীরা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে, এই কর্মসূচিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দিদি যে ভাবে খুশি হয়ে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করছেন, এই যে নেতা এবং কর্মীদের সম্পর্ক, এটাই দলকে মজবুত করে। যে কর্মীরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করছি আজ। সব দলের ভাগ্যে এ রকম কর্মী মেলে না, যাঁরা প্রাণ দিতে পারেন। মমতার কাছে এ রকম কর্মী রয়েছেন। কর্মীরাই দলের ভিত্তি। যে যত বড়ই নেতা হন, তিনি আসলে কর্মীই থাকেন। কর্মীরা ছোট নন, তাঁরাই বড়।" অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, "আজ আমি এখানে। এটা মনে করায় যে, দিদির মনে কর্মীদের জন্য কতটা সম্মান রয়েছেন। আজ আমি যে আপনাদের মাঝে, তা প্রমাণ করে, যে দিদি কী ভাবে শহিদদের মনে রেখেছেন। এ রকম দলের ভবিষ্যৎ আরও মজবুত হবে।" অখিলেশ বলেন, "আজ বিপদ অনেক বেশি। সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা তুলছে। দিল্লিতে যাঁরা রয়েছে, তাঁরা ষড়যন্ত্র করছেন। আপনাদের মতো মানুষ দিদির পাশে থাকলে, তিনি সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারবেন।'

তৃণমূলের শহিদ সভামঞ্চে হাজির থাকতে কলকাতায় অখিলেশ

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): তৃণমূলের শহিদ দিবস সমাবেশ উপলক্ষ্যে কলকাতায় হাজির সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। দুপুর ১২টার আশপাশে কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন তিনি।

অখিলেশকে স্বাগত জানাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে আগে থেকেই পৌঁছে গিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও"ব্রায়েন। এদিন ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চে অখিলেশের উপস্থিতি নিয়ে ছিল বিপুল উন্মাদনা।

ধর্মতলা যাওয়া হল না, ক্যানিংয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী

ক্যানিং, ২১ জুলাই (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশে যাওয়া আর হল না, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। রবিবার সকালে বেশ উৎসাহের সঙ্গে ধর্মতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকার তৃণমূল কর্মীরা।কিন্তু, কালিকাতলা এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি। দুর্ঘটনায় আহত হন চালক-সহ যাত্রীরা। গাড়িটিতে কত জন যাত্রী ছিলেন, তা এখনই জানা সম্ভব হয়নি। তবে আট জন তৃণমূল কর্মীর আহত হওয়ার খবর মিলেছে এই দুর্ঘটনায়। ওই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করেন। খোঁজ নেন এলাকার বিধায়ক শওকত মোল্লা।

কেদারনাথের পথে ভয়াবহ ভূমিধস, মৃত ও আহত একাধিক তীর্থযাত্রী

রুদ্রপ্রয়াগ, ২১ জুলাই (হি. স.): ফের বড়সড় দুর্ঘটনা কেদারনাথের পথে। মৃত্যু হল একাধিক তীর্থযাত্রীর, আহত আরও অনেকে। রবিবার সকালে কেদারনাথ যাত্রার পথে চিদওয়াসায় ভূমিধসের জেরে দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

এসডিআরএফ জানিয়েছে, রবিবার সকালে কেদারনাথ যাত্রার পথে চিদওয়াসায় ভূমিধসের জেরে দুর্ঘটনা ঘটে। এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং ৮ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন। ভক্তরা গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ ধাম দর্শন করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

মথুরা-আলওয়ার রেল ট্র্যাকে লাইনচ্যুত মালগাড়ি, ট্রেন পরিষেবায় স্বল্প প্রভাব

আলওয়ার, ২১ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। রবিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ মথুরা-আলওয়ার রেল ট্র্যাকে লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি মালগাড়ি। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আলওয়ারের কাছে আলওয়ার-মথুরা রেলপথে একটি মালগাড়ির তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।এডিআরএম (জয়পুর) মনীশ গোয়েল বলেছেন, 'আলওয়ার স্টেশনে যে মালগাড়িটি দাঁড়ানোর কথা ছিল এবং মালগাড়িটি রেওয়ারি অভিমুখে যাচ্ছিল, রবিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ ৩টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে যায়। আলওয়ার-মথুরা রেল ট্র্যাক শীঘ্রই মেরামত করা হয়। ট্রেন চলাচলে বিশেষ কোনও প্রভাব পড়েনি।'

একুশে জুলাইয়ের সভার দিনে শিয়ালদহে বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে কাতারে কাতারে কর্মী-সমর্থকরা এসেছেন। যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা ট্রেনে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে এসে সভাস্থলে এসেছেন হেঁটে। সকাল থেকেই ভিড় এই দুটি স্টেশনে। এরইমাঝে শিয়ালদহ স্টেশনে বোমাতঙ্ক ছড়ালো।

জানা গেছে, রবিবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে ছড়ায় আতঙ্ক। এদিন সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ছড়ায় বোমাতঙ্ক। জানা গেছে, পরিত্যক্ত ব্যাগটি উদ্ধার করেছে বম্ব স্কোয়াড। একুশে জুলাইয়ের সভার আগে গোটা ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

একুশের সমাবেশে ট্রেন-বাস-জলপথে ধর্মতলামুখী কর্মী-সমর্থকরা

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে তিলোত্তমায় রবিবার সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। সকলেরই গন্তব্য ধর্মতলা। এদিন সকাল থেকেই দলে দলে ধর্মতলার মূল মঞ্চের দিকে যেতে শুরু করেছেন সকলে। হাওড়া, শিয়ালদহের ট্রেনগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। একই অবস্থা বাসেও। অনেকে আবার জলপথেও শহিদ মঞ্চে আসছেন। ফলে ভিড় দেখা গিয়েছে ফেরিঘাটেও। উল্লেখ্য, দূরের জেলাগুলি থেকে দলের কর্মী-সমর্থকরা আগেই আসতে শুরু করেছিলেন। আর ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম, সেন্ট্রাল পার্কে দূর থেকে আসা কর্মীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবিবার সকালেই সেখান থেকেও মিছিল করে সমাবেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তাঁরা।

কল্যাণ সমিতির ফুটবল খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দিলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব কল্যাণ সমিতির ফুটবল খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক কুমার মজুমদার। ১৯৫৩ সালে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তাদের একটা আলাদা স্থান রয়েছে। গত ২৭ বছর ধরে তারা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত খেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। কখনো সি ডিভিশন আবার কখনো বি ডিভিশনে তারা অংশগ্রহণ করে। গত ২০১৭ সাল থেকে বি ডিভিশন খেলায় তারা অংশগ্রহণ করে আসছে। এবছর ও রাজ্যের ছেলেদের এবং একজন মাত্র বহিরাজর্যের খেলোয়াড় নিয়ে শক্ত দল গঠন করেছে তারা। কোচ নিযুক্ত হয়েছেন সুবোধ দেববর্মা। খেলোয়াড়কে নিয়ে ইতিমধ্যেই তারা শুরু করে দিয়েছে তাদের অনুশীলন।

গত বছর তারা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বি ডিভিশন ফুটবলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। এ বছরও ভালো খেলা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের লক্ষ্য বলে জানান কোচ সুবোধ দেববর্মা। আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেন। মেয়র দীপক মজুমদার ছাড়াও এই জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা।

তৃণমূলের শহিদ তর্পণে জনপ্লাবনের সম্ভাবনা, রবিতে বিশেষ ব্যবস্থা মেট্রোয়

লকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে তিলোত্তমায় রবিবার সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। সকলেরই গন্তব্য ধর্মতলা। এদিন সকাল থেকেই দলে দলে ধর্মতলার মূল মঞ্চের দিকে যেতে শুরু করেছেন সকলে। হাওড়া, শিয়ালদহের ট্রেনগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। একই অবস্থা বাসেও। অনেকে আবার জলপথেও শহিদ মঞ্চে আসছেন। ভিড় হচ্ছে পাতালপথেও। সেই কথা মাথায় রেখেই কলকাতা মেট্রোয় বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একদিকে যেমন কিছু স্টেশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে, তেমনই অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে একাধিক স্টেশনে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট এবং ময়দান স্টেশনে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে। যাত্রীদের কথা ভেবে অতিরিক্ত আরপিএফ-ও মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি কড়া নজর থাকবে সিসিটিভি-তেও। এছাড়াও যাত্রী সুবিধার কথা ভেবে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টারও কয়েকটি স্টেশনে খোলার কথা জানা গেছে মেট্রো রেল সূত্রে।

কেদারনাথের পথে ভূমিধস, নিহত ও আহত একাধিক তীর্থযাত্রী, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ধামির

রুদ্রপ্রয়াগ, ২১ জুলাই (হি. স.): বড়সড় দুর্ঘটনা কেদারনাথের পথে। মৃত্যু হল একাধিক তীর্থযাত্রীর, আহত আরও অনেকে। রবিবার সকালে কেদারনাথ যাত্রার পথে চিদওয়াসায় ভূমিধসের জেরে দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, কেদারনাথ যাত্রার পথে পাহাড় থেকে ভারী পাথর পড়ার কারণে কিছু তীর্থযাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ চলছে। দুর্ঘটনায় আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এসডিআরএফ জানিয়েছে, রবিবার সকালে কেদারনাথ যাত্রার পথে চিদওয়াসায় ভূমিধসের জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং ৮ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন। ভক্তরা গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ ধাম দর্শন করতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

একুশের সভায় এসে অভিযোগ তৃণমূল সমর্থকেরই

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি. স.): গ্রামগঞ্জ থেকে একুশে জুলাইয়ের সভায় এসে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল তৃণমূলের কর্মী-সমর্থককে। ক্ষোভ ভাতা না পাওয়া নিয়ে। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আসা এক তৃণমূল সমর্থক জানান, ভাতা প্রায় বেশ কয়েকমাস বন্ধ। ওই সমর্থকের অভিযোগ, প্রচুর গরিব মানুষের ভাতা বন্ধ রয়েছে। অনেকেরই বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা বন্ধ বলে অভিযোগ। আরও অনেক ভাতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, আমরা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু, কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি ওই তৃণমূল সমর্থকের।

মৈত্রী-বন্ধন ট্রেন আপাতত বন্ধই, সেনাবাহিনীর টহলে থমথমে বাংলাদেশ

কলকাতা ও ঢাকা, ২১ জুলাই (হি.স.): কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ অশান্ত। সেই আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ সে দেশের জনজীবন। স্কুল, কলেজ বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এই পরিস্থিতিতে রবিবারও বাতিল করা হল কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস। শুধু তাই নয়, রাজধানী ঢাকা থেকে কোনও ট্রেন চলাচল করছে না বৃহস্পতিবার থেকে। কবে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রবিবার ভারতীয় রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ২১ জুলাই ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশে যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২২ জুলাই কলকাতা থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া মৈত্রী এক্সপ্রেসও বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় রেল।

গুরু পূর্ণিমায় শুভেচ্ছাজ্ঞাপন যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ২১ জুলাই (হি. স.): রবিবার গুরু পূর্ণিমা। এই বিশেষ পূর্ণিমা তিথিকে হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত শুভ গণ্য করা হয়। রবিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। এদিন সকালে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, গুরু পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা! গুরুর কৃপা শিষ্যকে সকল প্রকার বিঘ্ন থেকে রক্ষা করে। শরণাগত শিষ্যের শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক বাধাবিপত্তি দূর করে তাকে পরিত্রাণ দেয়। সকল গুরুজনদের প্রতি শুভেচ্ছা ও বিনম্র শ্রদ্ধা! উল্লেখ্য, গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে রবিবার "রুদ্রাভিষেক" করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অলিম্পিক ধামাকা কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে অলিম্পিক ধামাকা কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার।

২০২৪ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে। এ উপলক্ষে মেসার্সের লক্ষী ভান্ডার এর উদ্যোগে অলিম্পিক ধামাকা কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার।

আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। উপস্থিত ছিলেন দীপা কর্মকারের কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী সহ অন্যান্যরা। মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের কর্ণধার সুজিত বাবু বলেন খেলা ধূলার প্রচার ও প্রসারে মেসার্স লক্ষ্মী ভান্ডার সাধ্যমত সবসময়ই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বাবা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই অলিম্পিক উপলক্ষে এই ধরনের কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

শিলচর অঞ্চলের ৫৩ তম আঞ্চলিক ক্রীড়া সভায় অনূর্ধ-১৯ টেবিল টেনিসের জাতীয় স্তরে স্থান পেল বাগাফা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। বাগাফা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র অসামান্য সাফল্য আনলো। বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্র, সৌরজিৎ কর্মকার এবং সুরজ চক্রবর্তী, শিলচর অঞ্চলের ৫৩ তম আঞ্চলিক ক্রীড়া সভায় তাদের অসামান্য মেধা পরিদর্শন করেছে। অনূর্ধ- ১৯ টেবিল টেনিসের জাতীয় স্তরে স্থান পেয়েছে এই দুই ছাত্র। তারা আগামী মাসে কেভিএস জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করবে।

বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রাজেশ মীনা জানান, ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো কাজে সাফল্য অর্জন করা যায়। কেভিএস উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই ছাত্রদের সাফল্য অর্জনে সাহায্য করেছেন। ছাত্রদের সাফল্যে খুশি গোটা বিদ্যালয়ে চত্বর গোটা বিদ্যালয়ে চত্বর।

যুব মোর্চার কর্মীদের হাতে আটক ২ নেশাকারবারী

● প্রথম পাতার পর

আটক করে কলেজটিলা আউট পোস্টে খবর দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই দুই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। এবিষয়ে বনমালীপুর যুব মোর্চার সভাপতি রাজা সাহা বলেন, যুব সমাজ বর্তমানে নেশায় আচ্ছন্ন। যে সকল যুবক-যুবতীরা নেশার সমাজে আচ্ছন্ন আছেন তাদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দর জীবনে পদার্পণ করার আহ্বান জানান তিনি।

বনকর্মীর হত্যাকারীদের

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে পূর্ণিমা তার স্বামী কিংকরকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রায় অবচেতন করার পর গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করে। এর পরবর্তী সময়ে পূর্ণিমার ফোনে অমিত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং দুজনে মিলে মোটরবাইকে বসিয়ে দেহ নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী পুলিনপুরের জাতীয় সড়কে ফেলে দিয়ে গোটা ঘটনাকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করে। এদিকে আজ যখন পূর্ণিমা এবং অমিতকে ঘটনাস্থল থেকে শুরু করে মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গেছিল সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় তখন অগণিত মানুষ সম্মিলিতভাবে উপস্থিত থেকে গোটা ঘটনার নিন্দা জানায় এবং অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে শরব হয়।

ফের বাইক চুরির ঘটনা উত্তরজেলায়

● প্রথম পাতার পর

বাইক নিয়ে পান নেওয়ার জন্য আসে। বাইকটি ধর্মনগর জোর কালভার্ট এলাকায় রেখে, অন্য এক বন্ধুর বাইকে করে বটরসী বাজারে পান নেওয়ার জন্য চলে যায়। ১০ মিনিটের মাথায় বটরসি বাজার থেকে জোর কালভার্ট গিয়ে দেখতে পায় তার বাইকটি যথাস্থানে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ এলাকায় খুঁজাখুঁজি করে কোন কিনারা না করতে পেরে সে ধর্মনগর থানায় গোটা বিষয় অবগত করে।

ধর্মনগর থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বিগত তিন মাস পূর্বে ধর্মনগর থানা এলাকায় প্রতিনিয়ত বাইক চুরি শুরু হয়েছিল। ধর্মনগর থানার পুলিশ দিশেহারা হচ্ছিল বাইক চুরি রুখতে। অবশেষে এক দুজন চোরকে আটক করে সেই বাইক চুরির ঘটনা সামাল দেয়। কিন্তু গতকাল পুনরায় এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটায় পুলিশ চিন্তায় রয়েছে পুনরায় বাইক চুরির নতুন কোন দল গঠন করলো নাকি চোরের দল।

গণ্ডাছড়ার ঘটনায় উত্তর জেলায় রিয়াং সমাজের উদ্যোগে ক্যান্ডেল মার্চ

● আটের পাতার পর

ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। নিহত যুবকের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে রিয়াং সমাজের পক্ষ থেকে ধর্মনগর এর নোয়াগাঁওয়ে শনিবার রাতে এক ক্যান্ডেল মিছিল সংঘটিত করা হয়।

মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি এই ঘটনায় নিহত পরমেশ্বর রিয়াং এর পরিবারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। পাশাপাশি এই ঘটনার পর অগ্নিকাণ্ডে যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে রিয়াং সমাজ। এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শান্তিকামী সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।।

পুলিশি অভিযানে কুখ্যাত নেশা কারবারি আটক

● আটের পাতার পর

আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ড্রাগস বিক্রি করে চলেছে কতিপয় লোকজন। সেই খবরের ভিত্তিতে একটি টিম গঠন করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে জগহরি মুড়া থেকে নাহিদ মিয়া নামে মূল পান্ডাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার কাছ থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরো বেশ কয়েকজনের নাম নাম জানতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাদেরকেও আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

াঙ্গন

ভালো খেলা ও সাফল্যের লক্ষ্যে
ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাব প্রস্তুত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়ার পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মাঠে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। লীগ চ্যাম্পিয়নের প্রত্যাশা তো অবশ্যই রয়েছে। ২০১৭ তে বি ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এ ডিভিশনে উন্নীত হওয়ার পর গত বছর নানাবিধ কারণে বি ডিভিশনে পুনরায় অবনমিত হতে হয়েছিল। এবারই যেন পুনরায় এ ডিভিশনে উন্নীত হওয়া যায়, তার সর্বতো প্রয়াস থাকবে।

এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েই মুখ্যত কিল্লার ফুটবলারদের নিয়ে এবার ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবল টিম গড়া।

আজ, রবিবার বিকেলে ক্লাবের নির্মিয়মান কনফারেন্স হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। এবার জার্সি স্পন্সররে এগিয়ে এসেছে ইথিওপিয়া জান্নাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

কোচ মাখন জমাতিয়ার তত্ত্বাবধানে আশা মোহন জমাতিয়ার নেতৃত্বে বীরেন্দ্র ক্লাব প্রত্যাশিত সাফল্য পাবে বলেই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সহ-সভাপতি সুদীপ দাশগুপ্ত, কেশব মজুমদার, সম্পাদক দেবপ্রসাদ দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক অমিত দেব, অঞ্চল সেনগুপ্ত, আজীবন সদস্য নারায়ণ নন্দী, চন্দন ধর প্রমূখ প্রত্যেকের ধারণা।

স্পন্সরর ইথিওপিয়া জান্নাত এর পক্ষে অ্যাডভাইজারি ডিরেক্টর রিমি বসু এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়াতে পেরেছেন বলে অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করেছেন। তিনিও ক্লাব দলকে সাফল্যের বিষয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্থানীয় খেলোয়ারদের পাশাপাশি মনিপুর থেকে একমাত্র লৌরিয়াম সুভাষ দলকে একটু হলেও অতিরিক্ত শক্তি যোগাবে বলে ক্লাবের ফুটবল টিমের কো-অর্ডিনেটর তথা ম্যানেজার কেশব মজুমদার উল্লেখ করেছেন।

কল্যাণ সমিতির ফুটবলারদের জার্সি প্রদান
ভালো খেলার পাশাপাশি সাফল্যের প্রত্যাশা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মাঠে ভালো খেলার উদ্দেশ্য তো রয়েছেই। উপরন্ত সর্বতো প্রয়াস থাকবে সাফল্য অর্জনের। ১৯৫৩ সালে শহর দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তাদের একটা আলাদা স্থান রয়েছে। গত ২৭ বছর ধরে তারা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত খেলায় অংশগ্রহণ করে আসছে। কখনও সি ডিভিশন, আবার কখনও বি ডিভিশনে তারা অংশগ্রহণ করে। গত ২০১৭ সাল থেকে বি ডিভিশন খেলায় তারা অংশগ্রহণ করে আসছে। এবছরও রাজ্যের ছেলেদের এবং একজন মাত্র বহিরাজর্জ্যের খেলোয়াড় নিয়ে শক্ত দল গঠন করেছে তাঁরা। কোচ নিযুক্ত হয়েছেন সুবোধ দেববর্মা। বাছাইকৃত খেলোয়াড়কে নিয়ে ইতিমধ্যেই তারা শুরু করে দিয়েছে তাদের অনুশীলন। গত বছর তারা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত বি ডিভিশন ফুটবলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। এ বছরও ভালো খেলা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের লক্ষ্য বলে জানান কোচ সুবোধ দেববর্মা। আজ, রবিবার ক্লাব গৃহে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদারের হাত ধরে খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। মেয়র দীপক মজুমদার ছাড়াও আজকের এই জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর অভিজিৎ মৌলিক সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। টিম কো-অর্ডিনেটর তথা টিম ম্যানেজার তন্ময় দত্ত এবার দল ভালো খেলার পাশাপাশি সাফল্য অর্জনে প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

লক্ষ্মী ভান্ডারের উদ্যোগে অলিম্পিক ক্যুইজ ধামাকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিগত বছরের ন্যায় এবারও মেসার্স লক্ষী ভান্ডারের উদ্যোগে অলিম্পিক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। প্রশ্ন সম্বলিত ক্যুইজ লিফ-লেটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অলম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। উপস্থিত ছিলেন তাঁর কোচ দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী সহ অন্যান্যরা। আগরতলায় এক অভিজাত হোটেলের সুসজ্জিত ব্যনকুয়েট হল-এ অনুষ্ঠানটি হয়। লক্ষ্মী ভান্ডারের কর্ণধার তথা ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায় এই অলিম্পিক ক্যুইজ ধামাকার প্রশ্ন সম্বলিত লিফলেট নিজের হাতে প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ক্যাম্পাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের হাত দিয়ে সেখানেও তার আত্মপ্রকাশ ঘটানো হবে বলে জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, সদস্যা শ্যামলিকা রায়, সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক অলক ঘোষ প্রমূখ প্রত্যেকেই ক্যুইজের বিভিন্ন ভালো দিকের কথা তুলে ধরেন।

প্যারিস অলিম্পিকই সবচেয়ে ফ্যাশনেবল অলিম্পিক

প্যারিস, ২১ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক যেমন পোশাক-আশাকের পথ খুঁজে পেয়েছে, তেমনি ফ্যাশন লুক অলিম্পিকের দখল নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অলিম্পিকের অফিসিয়াল মেডেলগুলি ফরাসি জুয়েলারি হাউস চৌমেট দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে এবং একটি লুই ভিটন ডেমিয়ার-চেক ট্রেতে উপস্থাপন করা হবে। অলিম্পিকের উদ্বোধনী ও সমাপনী উদযাপনের জন্য, রাল্ফ লরেন টিম ইউএসএ সাজিয়েছেন। বার্লুটি ফরাসি দলকে টাক্সেডো-অনুপ্রাণিত চেহারায় সাজিয়ে দেবেন চিন্তাশীল বিবরণ সহ, নিচে ট্যাগ পর্যন্ত একটি ফরাসি পতাকা থাকবে।

হামবুর্গ ওপেন: মার্টিনেজকে হারিয়ে ৩৫তম ফাইনালে জাভেরেভ

হামবুর্গ, ২১ জুলাই (হি.স.): হামবুর্গ ওপেনে স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজের বিপক্ষে শনিবার সরাসরি সেটে জয় পান বিশ্বের চার নম্বর এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ২৭ বছরের আলেকজান্ডার জাভেরেভ। কেরিয়ারের ৩৫তম ফাইনালে উঠলেন তিনি। রোম এবং ফ্রেঞ্চ ওপেনের পর টানা তৃতীয় ক্লে-কোর্ট ফাইনালে জায়গা করে নিলেন জাভেরেভ। তিনি ৬-২, ৬-৪ গেমে জয়ী হয়েছেন। রবিবার ফাইনালে আর্থার ফিলসের মুখোমুখি জাভেরেভ। চলতি বছরে এই জার্মান তারকা জাভেরেভ এখন এটিপি ট্যুরে ৪৪টি জয় নিয়ে, শীর্ষস্থানীয় জ্যানিক সিনার থেকে এগিয়ে।

ফিরে দেখা: ১৮৮৪-র ২১ জুলাই লর্ডসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুরু হয়

কলকাতা, ২১ জুলাই (হি.স.): লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড খেলার ইতিহাসে একটি আইকনিক ভেন্যু। ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটের এই গ্রাউন্ডকে মক্কা বলা হয়। লর্ডস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৭০ বছর পর, ২১ জুলাই ১৮৮৪-তে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান দল লর্ড হ্যারিসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড দলের সাথে আইকনিক এই ভেন্যুতে লড়াই করে।

সেই ম্যাচে বিল মারডকের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ৩ রানে হেরে যায় ইংল্যান্ডের কাছে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করে মাত্র ২২৯ রান। ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নেমে তাদের ব্যাটসম্যান অ্যালান স্টিলের ১৪৮ রানের সুবাদে ইংল্যান্ড ১৫০ রানের লিড পায়। এরপর ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৫ রানে গুটিয়ে দেয়। ইংল্যান্ডের হয়ে জর্জ উলিয়েট ৭ উইকেট নিয়ে এই ঐতিহাসিক টেস্ট স্মরণীয় করে রাখেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার আগরতলার সুশান্ত একাডেমিতে সংস্কার ভারতীয় উদ্যোগে আয়োজিত গুরু পুর্নিমা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

ইটভাট্টা থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জুলাই।। রবিবার চিত্তামারা এলাকার এক ইট ভাট্টাতে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এবার মৃতদেহ উদ্ধার হয় পার্বতী ব্রিকস ইন্ড্রাসটিজ নামে শ্রমিক শেল্টার হাউসে। মৃতঃ মহিলার নাম ললিতা দেবী(৪৫), স্বামী দেবা নাগা শিয়া। বাড়ি ঝাড়খন্ড এলাকায়।

গত কিছুদিন আগে পার্বতী ব্রিকস ইন্ড্রাসটিজে শ্রমিক হিসেবে কাজে নিযুক্ত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। এরপর খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ টিম ও ডি সি এমকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে ফরেনসিক দল ও ডি সি এম।

মৃতার কাছে পরে থাকা বিভিন্ন কিছু সেম্পল সংগ্রহ করে। এরপর ললিতা দেবীর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে।

জানা যায়, পার্বতী ব্রিকস ইন্ড্রাসটিজের ভাট্টার শ্রমিকেরা কাজের জন্য ললিতা দেবীকে ডাক দেওয়ার পর, কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয়।এরপর ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই আৎকে উঠে এক শ্রমিক। এই শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকেরা ছুটে এসে দেখে ললিতা দেবী বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরে কোন কাপড় নেই, মাথায়, নাকে, মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘরের মধ্যে স্বামী দেবা নাগাশিকাও নেই। সাথে সাথে খবর দেয় ভাট্টার ম্যানেজার সহ মালিককে। খবর পেয়ে ছুটে আসে ম্যানেজার। খবর দেওয়া হয় থানাতে। পুলিশ বিভিন্ন কিছু জিগাসাবাদ ও তদন্ত করে জানতে পারে স্বামী দেবা নাগাশিকা স্ত্রী ললিতা দেবীকে হত্যা পালিয়েছে।

পুলিশ দেবা নাগাশিকার ছবি পাঠিয়ে বিভিন্ন রেল স্টেশন , মোটর স্ট্যান্ড ও থানাতে তাকে আটকানোর জন্য অবগত করে। সেই মোতাবেক পুলিশ বিলোনিয়া রেল স্টেশন চত্বর থেকে দেবা নাগাশিকাকে গ্রেপ্তার করে আজ সকাল নয়টা নাগাদ। নিয়ে আসা হয় থানাতে। পুলিশ হত্যার মামলা নিয়ে আজ দুপুরে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করে অভিযুক্ত খুনি স্বামী দেবা নাগাশিকাকে। এই পার্বতী ব্রিকস ইন্ড্রাসটিজ কত যে গাফিলতি রয়েছে তার প্রমাণ পেল পুলিশ। ললিতা দেবী সহ দেবা নাগাশিকার কোন আইডি প্রুফ ছিল না। আইডি প্রুফ না থাকার সত্বেও কাজে নিয়োজিত করলো ম্যানেজার সহ মালিক। এই ভাট্টা বর্তমানে পরিচালনা করেছেন বিশাল গড়ের সুমন সেন সহ আরো কয়েকজন। এই দিকে পার্বতী ব্রিকস ইন্ড্রাসটিজের শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। থাকার পরিবেশ নেই শ্রমিকদের। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থাকতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এই বিষয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে বিভিন্ন কিছু বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যায় এবং কথার মধ্যে অসংলগ্নতা ফুটে ওঠে। এখন প্রশ্ন হলো জেলা শ্রম দপ্তর কেন ভাট্টা গুলিতে নজরদারি রাখছে না। নাকি অন্য রহস্যের জেরে কুম্ভ কর্ণ নিদ্রায় শায়িত দপ্তরের আধিকারিকরা ঘুরপাক খাচ্ছে ওয়াকিবহাল মহলে।

অনলাইনে হেড ফোন অর্ডার করে বাড়িতে এলো পাথরের টুকরো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ জুলাই।। অনলাইনে সামগ্রী নিয়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন ক্রেতা সাধারণ। এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। জানা যায়

অনলাইনে ব্লুটুথ অর্ডার দিয়ে চরম প্রতারণার শিকার কৈলাসহর ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার এক যুবক।

জানা যায়, প্রতারণার শিকার হওয়া যুবকের নাম ইয়াকুব আলী। গত কয়েকদিন আগে ব্লু রোড অ্যাপের মাধ্যমে ১৭০ টাকার বিনিময়ে একটি ব্লুটুথ অর্ডার দিয়েছিলেন। ব্লুরোড অ্যাপের মাধ্যমে ব্লুটুথের পরিবর্তে তিনটি পাথরের টুকরো তার বাড়িতে এসে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। পয়সা হারিয়ে পাথরের টুকরো হাতে পেয়ে কার্যত হতাশ সেই যুবক। তাই ঐ যুবক হতাশাগ্রস্ত হয়ে সংবাদ মাধ্যমের দারস্ত হয়। সে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানায় যাতে আর কেউ এই ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়।

মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। খোদাই কাজ করতে গিয়ে টিলা ভেঙে মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত এক শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার আমতলী বাইপাস এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আমতলী বাইপাস এলাকায় মাহেন্দ্রা শোরুম নির্মাণের কাজ চলছে। সেখানেই কাজ করছিলেন শ্রমিক রফিকুল ইসলাম (৩২)। তখন হঠাৎই ওপর থেকে মাটি ভেঙে পড়ে তার ওপর। তখনই মাটি চাপা পড়ে যান তিনি। এই দুর্ঘটনায় তার দুটি পা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সহকর্মীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। যদিও শরীরের অন্যান্য জায়গায় গুরুতর কোনো আঘাত লাগেনি তার। জানা গেছে তার বাড়ি রানিরবাজার এলাকায়। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই শ্রমিক।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গুরু পূর্ণিমা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। আগরতলা মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে গুরু পূর্ণিমা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন দুজন বিশিষ্ট গুরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শাস্ত্রে গুরুর মর্যাদা ঈশ্বরের চেয়েও বেশি। কারণ গুরুর জ্ঞান ও নির্দেশনাতেই জীবনের অন্ধকার দূর হয়। তাই প্রত্যেকের জীবনে একজন গুরু থাকা জরুরি।গুরু পূর্ণিমা গুরুকে স্মরণ করার দিন। বাবা-মায়ের পরেই যার থেকে আমরা জীবনের শিক্ষাগুলি শিখি, তিনি হলেন গুরু। তাঁর দেখানো পথেই আমরা এগিয়ে চলি। তাঁর শেখানো মন্ত্রেই আমরা জীবনের বাধাবিপত্তি পেরিয়ে চলতে পারি। গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে পশ্চিম জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে দুজন বিশিষ্ট গুরুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

মনোনয়ন পত্র জমা করতে গিয়ে আক্রান্ত কংগ্রেস নেতারা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ জুলাই।। গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে রাধাকিশোরপুর থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় দলের পক্ষ থেকে। গত বৃহস্পতিবার উদয়পুর টেপানিয়া সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে জাতীয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে ত্রি- স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা কর্মী সহ দলের বিধায়ক সুদীপ বায় বর্মণ শাসক দল বিজেপির কিছু সমাজদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ঘটনায় সারা রাজ্যে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে রবিবার উদয়পুর জামতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল টি সেন্ট্রাল রোড, পুরানো মটরস্ট্যান্ড, মহাদেব দীঘির পাড়, নিউটাউন রোড হয়ে থানায় এসে জাতীয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবি উঠে ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়।

গোমতী জেলা কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে জেলার সভাপতি টিটন পাল বলেন গত বৃহস্পতিবার জাতীয় কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে নমিনেশন জমা দিতে গিয়ে শাসকদলের সমাজ দ্রোহীদের দ্বারা কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ বায় বর্মণ সহ বেশ কয়েক জন দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন তেমনি পুলিশের কয়েকজন আক্রান্ত হবার খবর রয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ নিজ থেকে মামলা নিয়ে শাসকদলের দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

টিটন পাল বলেছেন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারা সেই দিনের ঘটনায় জড়িত ছিল না বলে দাবি করেন জাতীয় কংগ্রেস দলের গোমতী জেলার সভাপতি টিটন পাল। দলের পক্ষ থেকে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের কে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানানো হয়। নতুবা আগামী দিনে দল আরো কঠোর আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে জানান।বিক্ষোভ কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোনধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য পুলিশী ব্যবস্থা ছিল আটুসাটু।

লেম্বুছড়া বাজার এলাকায় যান দুর্ঘটনার মামলায় অভিযুক্ত গাড়ি চালক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। লেম্বুছড়া বাজার এলাকায় যান দুর্ঘটনার মামলায় অভিযুক্ত গাড়ি চালক অনুপ দেবনাথকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি যান দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে এলাকার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে মোহনপুর মহকুমা এলাকার মিশ্র জনগনের সহযোগিতা আবেদন করেন মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিজয় সেন। উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে লেম্বুছড়া বাজার থেকে স্কুটি করে বাড়ি ফিরছিলেন নাগর দেববর্মা। লেম্বুছড়া বাজার থেকে স্কুটি নিয়ে বের হতেই আগরতলাগামী একটি বুলেরো গাড়ি রাস্তার উল্টো পাশে এসে মুখোমুখি ধাক্কা দেয় স্কুটি চালককে। গুরুতর জখম হয় নাগর দেববর্মা। রক্তাক্ত অবস্থায় উনাকে নিয়ে যাওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। উত্তেজিত জনতা অবরোধ করে আগরতলা খোয়াই জাতীয় সড়ক। তাঁদের দাবি অভিযুক্ত গাড়ি চালক এবং ঘাতক গাড়ি আটক করতে হবে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও তাঁতে পথ ছাড়িনি জনতা। অবশেষে ঘটনা সলে আসে টিটিএএডিসির ইএম রুনিয়াল দেববর্মা। তিনি পুলিশের সাথে কথা বলার পর পুলিশ উনাকে আশ্বস্ত করে অভিযুক্ত গাড়িচালক এবং ঘাতক গাড়িটিকে আটক করার। তারপরই তিনি স্থানীয় জনতার সাথে কথা বলেন। অবশেষে অবরোধ মুক্ত হয় জাতীয় সড়ক। এদিকে শনিবার রাতেই ঘাতক গাড়ি চালক ও গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নিজ দোকানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ জুলাই।। বিশালগড় এর উত্তর ব্রজপুরে নিজ দোকানে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ শর্মা। বিশালগড়ের ব্রজপুরে এক যুবকের ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, উত্তর ব্রজপুর দরগা সংলগ্ন এলাকায় প্রায় কুড়ি বছর ধরে ব্যবসা করে আসে ওই যুবক। রবিবার সকালে দোকানে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ শর্মা(৩৪)। গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ওই যুবক। মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের লোকজনরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশের ঘটনায় রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল এআইডএসও'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। বাংলাদেশের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজকে সমর্থন জানিয়ে রবিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের বটতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এআইডিএসও।

গত কয়েকদিন ধরে সংরক্ষণ সংস্কারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। ঢাকার রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সংঘর্ষে প্রাণ গিয়েছে বহু মানুষের। এরই মধ্যে রবিবার রাজধানীর বটতলা এলাকায় এ আই ডি এস ও -র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য বলেন, গত কয়েকদিনে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনটি বর্তমানে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে। কারণ সেই দেশের সরকার ছাত্রদের সাথে কোন ধরনের আলোচনা না করে কোটা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা ছাত্রছাত্রীরা যখন আন্দোলন নামিয়ে এনেছে তখন তাদের উপর বর্বরচিতভাবে আক্রমণ। এতে শতাধিকের অধিক ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়েছে।

এরই প্রতিবাদে আজকে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে বলে জানান তিনি। তারা কর্মসূচি থেকে আরো জানান, বাংলাদেশে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সংহতি জানায় এ আই ডি এস ও। পাশাপাশি সেই দেশের সরকারের অত্যাচারের বিরোধিতা করে নিন্দা জানায় বলে জানান তিনি।

গণ্ডাছড়ার ঘটনায় উত্তর জেলায় রিয়াং সমাজের উদ্যোগে ক্যান্ডেল মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের নোয়াগাঁওয়ে ক্যান্ডেল মার্চ সংগঠিত করলেন রিয়াং সমাজের লোকজনরা। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় নিহত নিরীহ যুবক পরমেশ্বর রিয়াং এর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তারা এই ক্যান্ডেল মিছিল সংঘটিত করেন। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় সম্প্রতি পরমেশ্বর রিয়াং নামে এক যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর গন্ডাছড়ায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। রিয়াং সমাজের পক্ষ থেকে এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আধুনিক বাজার হিসেবে তৈরি করা হবে দুর্গা চৌমুহনী বাজারকে : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। দুর্গা চৌমুহনী বাজারকেও আধুনিকতম বাজার হিসেবে তৈরি করা হবে জানালেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। উনি সিপিআইএম প্রার্থী থেকে প্রায় ১৮ হাজারের উপরে ভোটে জয়লাভ করেন। তারপর থেকেই বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন বাজার কমিটি থেকে উনাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

রবিবার দুর্গা চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদারকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক মিহির সরকার, বাজার কমিটির সভাপতি রতন শীল, সম্পাদক তাপস ঘোষ সহ বাজার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এবং বাজারের ব্যবসায়ীরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বলেন, এই বাজারের সঙ্গে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। আগরতলা শহরের প্রত্যেকটি বাজারকে আধুনিকতম বাজার হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে পুর নিগম। দুর্গা চৌমুহণি বাজারকেও অনুরূপ বাজার হিসেবে তৈরি করা হবে। সেই প্রচেষ্টায় বাজার ব্যবসায়ী সমিতিসহ বাজার প্রতিটি ব্যবসায়ীর সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। দুর্গা চৌমুহনী বাজারে যারা পুরসভার কোন বৈধ কাগজ ছাড়া যত্রতত্ত বসে আছে তাদের ব্যাপারে চিন্তাভাবনার পরামর্শ দেন বাজার কমিটিকে।

ক্লাবগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহবান জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের পশ্চিম প্রতাপগড়ে প্রতাপ সংঘের উদ্যোগে রবিবার এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানে সমস্ত ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

এই আবেদনের সাড়া দিয়ে পশ্চিম প্রতাপগড়ের প্রতাপ সংঘ রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ,আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, ক্লাব সম্পাদক কমল দেবসহ অন্যান্যরা।এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য উদ্যোক্তাদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মের ভূয়ষি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন একটা সময় ছিল যখন ক্লাবগুলো মাসুল পাওয়ারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে ক্লাবগুলির মধ্যে সামাজিক কাজকর্মের প্রতিযোগিতা চলেছে। রক্তদান এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিই অঙ্গ। রক্তদানের মত মোহতে কর্মসূচিতে অন্যান্য ক্লাব সেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

পুলিশি অভিযানে কুখ্যাত নেশা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জগহরিমুড়া এলাকা থেকে এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। তার নাম নাহিদ মিয়া। আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ড্রাগস ব্যবসায়ী পান্ডাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ব থানার ওসি জানিয়েছেন, তাদের কাছে গোপন সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবর আসে স্কুটিতে করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ তৃণমূল ভবনে শহীদ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। রবিবার চিত্তরঞ্জন রোডে তৃণমূল ভবনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শহীদদের স্মৃতির প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বুকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে ১৩ জন তরতাজা যুবক শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে প্রতিবছরে একুশে জুলাই শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। আজকের দিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার সামাজিক মাধ্যমে লিখেন "২১শে জুলাই বাংলার ইতিহাসে রক্তঝরা এক দিন। অত্যাচারী সিপিআইএম-এর নির্দেশে সেদিন চলে গিয়েছিল তরতাজা ১৩টি প্রাণ। আমি হারিয়েছিলাম আমার ১৩ জন সহযোদ্ধাকে। তাই ২১শে জুলাই আমার কাছে, আমাদের কাছে একটা আবেগ।"আজকে পশ্চিমবঙ্গে ব্রিগেডে হতে যাচ্ছে বিশাল সমাবেশ। সেই সমাবেশে অখিলেশ যাদবের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। আজকের এই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে রাজ্য তৃণমূলও আজকের দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করে। তৃণমূল কংগ্রেস ভবনের সামনে দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ।

চালকদের ব্যবহার করে নতুন কায়দায় পাচার বাণিজ্য শুরু হয়েছে রাজ্যে ঃ অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২১ জুলাই।। বক্সনগর এলাকায় গরিব গাড়ির চালকদেরকে ব্যবহার করে পাচারকারীদের নতুন পনায় পাচার বানিজ্য শুরু হয়েছে। গত জুন মাসের ২২/৬/২০২৪ ইং তারিখে বক্সনগর মুল্লামুড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক জয়দুল হোসেন, পিতা আলী আকবরকে তাকে তারই বাড়ির পাশের ফারুক হোসেন ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যায়। সে নাকি শিলচর যাবে ডাক্তার দেখাতে তার গাড়ি চালানোর জন্য। একই ভাবে নলজলা এলাকার জাবেদ মিয়াকে ডেকে আনে বক্সনগর পশ্চিম পাড়া এলাকার গিয়াস উদ্দিন পিতা জাকির হোসেন।

তারপর তাদেরকে শিলচর মিজোরাম দিয়ে মায়ানমার পাঠায় ব্রাউন সুগার এবং ইয়াবা টেবলেট আনার জন্য। পাচারকারীরা তাদের কাজে সফলও হয়ে যাওয়ার পথে ছিল কিন্তু ধর্মনগর এলাকার পুলিশ সফলতার সাথে তাদেরকে ধরে ফেলে। কিন্তু তাদের সাথে ছায়ার মত লেগে থাকা ফারুক ও গিয়াসউদ্দিনরা তাদের ধরার পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। কারন তারা পুলিশের নাগাল থেকে দূরে ছিল। পুলিশ তাদেরকে ২৬/৭/২০২৪ ইং তারিখে ধরার পর জয়দুল ও জাবেদের বাড়ির লোক জানতে পারে তারা ধর্মনগর পুলিশের কাছে আটক হয়।

তারপর থেকেই গিয়াসউদ্দিন ও ফারুক হোসেন এর সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তারা পালিয়ে বেরায়। গত কিছুদিন আগে জয়দুল এবং জাবেদ এর স্ত্রী গিয়াসউদ্দিন এর বাড়িতে গেলে প্রথমে গিয়াস তাদেরকে না চেনার অভিনয় করে পরে সে সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে।

জয়দল জাবেদকে ধরার পর তারা বলছিল জেল থেকে বের করা পর্যন্ত গিয়াসরা পাশে থাকবে কিন্তু বর্তমানে ওই দুই নিরীহ গাড়ির চালকের পরিবার মহাসংকটে।

এইরকম আরও কয়েকজন আসাম ও ত্রিপুরার জেলে আছে তাদের কারনে। এখন জয়দল ও জাবেদ এর পরিবার এর একটাই দাবী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে মূল পাচারকারিদের যাতে জালে তুলে পুলিশ এবং নির্দোষ গাড়ি চালকদের যেন জেল থেকে মুক্ত করে দেয়।

এদিকে গত ১৫/৭/২০২৪ ইং তারিখে কলমচৌড়া থানায় জয়দল এর স্ত্রী তাদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাদের বিরুদ্ধে, এখন দেখার বিষয় প্রশাষন কি ভূমিকা গ্রহন করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।